তালেবে ইলম ও উলামায়ে কেরামের প্রতি
মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহারের মর্মস্পর্শী ভাষণ

মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার

তালেবে ইলম ও উলামায়ে কেরামের প্রতি মাওলানা মাসউদ আযহারের মর্মস্পর্শী ভাষণ

ইলম ও জিহাদ

মূল

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

প্রকাশনা

মাকতাবাতুল কুরআন

২৮,এ-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

রাসূলের উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে
মাসউদ (রাযিঃ)—এর পবিত্র আত্মার স্মরণে
যার শানিত তরবারী আবু জাহেলের শিরচ্ছেদ
করেছে, যার ইলমের আলো কুফা
নগরীকে আলোকিত করেছে।

অনুবাদক

মুখ বন্ধ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদেরকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। শত-সহস্র দুরুদ ও সালাম সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি ইলম ও বীরত্বে ছিলেন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

'ইলম'হল দ্বীনকে বোঝার নাম আর 'জিহাদ'হল দ্বীনের শক্তির নাম। যখন দ্বীনের বুঝ ও আসবে এবং শক্তি ও অর্জিত হবে তখন পৃথিবীতে সফলতা বৈ কিছুই আসতে পারে না। একজন নিরক্ষর নবী যার ইলমের স্থান আল্লাহর ইলমের পরই, স্বীয় ইলমের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে জাহিলিয়্যাতের ঘোর অমানিশা দূরীভূত করেছিলেন। আবার সেই নবীই ময়দানে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়লেন।

'আমি যুদ্ধওয়ালা নবী , 'আমি তরবারীওয়ালা নবী,

ইলম ও জিহাদ একত্রিত হয়ে এমন এক কাফেলা তৈরী হল, যারা ছিলেন আসহাবে সোফ্‌ফার তালেবে ইলম, আবার তারাই ছিলেন ময়দানের সেই দুর্ধর্ষ বীর সৈনিক যাদের দাপটে পুরো পৃথিবীর ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি থর থর করে কাঁপতে লাগল। কায়সার-কিসরা হল ভয়ে প্রকম্পিত। সামান্য কিছু দিনের মধ্যে অর্ধজাহান তাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্তে -প্রান্তে, দিক-দিগন্তে সফলতা আর কামিয়াবীর চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাঁরা। আর এই সফলতা যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের পদচুম্বন করে আসতে ছিল।

কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী সকল অপশক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করে নিয়েছিল। তাদের বোঝতে বাকী রইল না

যে , ইলম ও জিহাদ কে যদি এক সাথে থাকতে দেয়া হয়,উভয়ের মাঝে যদি দূরত্ব সৃষ্টি না করা যায় তবে এ ধরণীতে আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই তারা উভয়ের মাঝে দূরত্ব ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। দাঁড় করিয়ে দিল মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার কাদিয়ানীকে। এক পর্যায়ে কাদিয়ানী ও তার দুসররা কামিয়াবও হল। সেই হীন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের গ্রাসী ছোবলে আজ আমরা আক্রান্ত। আমরা খন্ড-বিখন্ডিত। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থানকে আকড়ে ধরে আছি এবং সেটাকেই পূর্ণ দ্বীন মনে করছি। আর আকাবিরদের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের জীবনের কোন এক দিককে বেছে নিচ্ছি, অপর দিকে ভ্রুক্ষেপ করছিনা। কেউ তো তাদের ইলম কে দেখে নেই আর কেউ দেখে নেই তাদের জিহাদকে। তাই আজ আমরা দ্বিধাগ্রস্থ ও কিংকর্তব্য বিমোঢ়।

মুসলিম উম্মার এই ক্লান্তি লগ্নে ভাবছিলাম যে, জাতিকে আজ এমন কিছু দেয়া দরকার যার মাধ্যমে তাদের এই হীনম্মন্যতা ও দ্বিধা গ্রস্থতার অবসান ঘটে। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি আরো সুদূর প্রসারী হয়। অনেক দিন পর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল মাওলানা মাসউদ আযহার সাহেবের এই বয়ান গুলো পেয়ে (আলহামদুলিল্লাহ)

সম্মানিত পাঠক! আপনি এই বইয়ের পাতায় পাতায় পরতে পরতে খুজে পাবেন ইলম ও জিহাদের বাস্তব মিল। ইলম ও জিহাদের সমন্বয়ের অপরূপ দৃষ্টান্ত । জানতে পারবেন প্রিয়নবী,সাহাবায়ে কিরাম ও আকাবিরে উম্মতের রক্তে মাখা অমর ইতিহাস। উন্মুক্ত হয়ে যাবে হীনম্মন্যতায় ঘেরা হৃদয়ের সকল রুদ্ধ দ্বার। কেটে যাবে অন্তরে জমাট বাঁধা সকল অভিযোগ, আবদার। বইটি

পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি আশা করি আপনিও বঞ্চিত হবেন না।

সম্মানিত পাঠক! মনে রাখতে হবে যে, এটি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে লিখা কোন গ্রন্থ নয় বরং তা মাওলানা সাহেবের কয়েকটি বয়ান (যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে) এর সরল অনুবাদ। তাই একই ধরনের কথা কয়েকবার আলোচিত হয়েছে।

আমরা বইটিকে ভূল-ক্রুটি থেকে বাঁচানোর যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভূল আপনাদের দৃষ্টি গোচর হয়,তবে জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

এই বই পাঠ করে যদি একজন বণী আদমের হৃদয়েও ইলম ও জিহাদের স্পৃহা জাগে তবে আমাদের চেষ্টা সফল ও সার্থক হবে।

অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর গ্রন্থকার,সংকলক,অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও তাদের সহযোগীদের কবুল করে নেন এবং এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন।

বিনীত

অনুবাদক

গ্রন্থকার পরিচিতি

মাওলানা মাসউদ আযহার। পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বংশগত ভাবে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। ভাওয়ালপুরের প্রখ্যাত পীর জনাব আল্লাহ দাতা আতা এর পুত্র আল্লাহ বখ্স সাবের-এর সন্তান। তিনি আর্ন্তজাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পাকিস্তানের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ হাসান চাগতাই-এর মেয়ের ঘরের দৌহিত্র।

ঈর্ষনীয় মেধার অধিকারী মাওলানা মাসউদ আযহার পড়াশুনা করেন করাচীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপিঠ বিননুরী টাউন মাদ্রাসায়। সকল উস্তাদের প্রিয়পাত্র মাসউদ আযহার অধ্যায়ন শেষে ঐ মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক পীর হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতী ওলী হাসান (রহঃ)।

মাদ্রাসায় পড়াশেষে ১৯৮৯ সনে তিনি আফগান জিহাদে যোগদান করেন। ১৯৯০ সনে “সদায়ে মুজাহিদ” নামক একটি পাঠক প্রিয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নেন। পত্রিকাটি এখনও বেঁচে আছে এবং চলছে।

তিনি সক্রিয় ভাবে জিহাদে যোগদান করেন ১৯৯০ সালের পর থেকে। এ সময় তিনি খোস্ত এলাকার শালকা পোষ্টের নিকটে এক ভয়াবহ লড়াইয়ে শত্রু পক্ষের নিক্ষেপিত রকেট বিস্ফোরণে মারাত্মক ভাবে পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। সে আঘাত ভাল হয়ে গেছে বটে; কিন্তু বারুদের বিষক্রিয়া তার শরীরে রয়ে গেছে।

তার লেখা ও রচনা দারুণ চমৎকার ও সাবলিল। শুধু তা-ই নয় তার লেখা গুলোকে অতুলনীয় বলা যায়।

আলাদা স্বাধ ও আঙ্গিকে লেখা তাঁর পাঠক প্রিয় বই গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১। ফাযায়িলে জিহাদ ২। মুজাহিদ কি আজান (দু'খন্ড) ৩। জিহাদ রহমাত ইয়া ফাসাদ ৪। মেরাভি এক সাওয়াল হ্যায় ৫। ইসলাম মে জিহাদ কি তৈয়্যারী ৬। আল্লাহ ওয়ালা ৭। মসকারাতে জখমে, ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের নিকট জিহাদের দাওয়াত পৌছিয়ে বাস্তব কর্মতৎপরতায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে হারানো খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার জীবনের লক্ষ ও স্বপ্ন। এ লক্ষে তিনি অতি অল্প সময়ে শত-সহস্র সভা-মহাসমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন,ঘুরে ফিরেছেন দেশ-দেশান্তরে। একই

উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৯,১৯৯০ ও ১৯৯১ এ বাংলাদেশ সফরে আসেন। পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন ১৯৮৭ সালে। সে থেকে প্রতি বছর তিনি জিহাদী দাওয়াত নিয়ে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে সফর করেছেন। সে দেশে তিনি মত বিনিময় করেছেন বিখ্যাত ও বিশ্বখ্যাত সব আলিমের সাথে। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে তিনি আরব আমিরাত সফর করেন। সে সব দেশের সভাগুলোয় আরবীতেই তিনি বক্তৃতা করেছেন। আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও দখল রয়েছে আরবী ভাষাবিদদের মত। আরবীগণ চমৎকৃত হয়েছিলেন তাঁর সাবলিল আরবী বক্তৃতা ও ভাষণ শুনে।

১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে যথাক্রমে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সফর করেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বিয়া শহরে।

১৯৯৩ এর আগষ্টে দীর্ঘ সফর করেন বৃটেনে। তাঁর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটেনের বহু যুবক আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৯৩ এর এপ্রিল-মে মাসে সফর করেন উজবেকিস্তানে। সে দেশের বিজ্ঞ আলিম-উলামার সাথে জিহাদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং তাজিকিস্তানের জিহাদকে কিভাবে আর ও বেগবান করা যায়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৯৩ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিখ্যাত সাংবাদিকদের সাথী হয়ে তিনি ও দু'বার সফর করেন কেনিয়া,সুদান ও সোমালিয়ায়। স্বচক্ষে দেখেন তিনি এ অশান্ত দেশগুলোর উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণও উপকরণ।

একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯৪ এর ফেব্রুয়ারীতে নিয়মিত পার্সপোর্ট ভিসা নিয়ে দিল্লী হয়ে কাশ্মীর পৌছেন। নববী আদর্শের পতাকা বাহী এই আপোষহীন মহান মুজাহিদের উপস্থিতি সহ্য হলনা ব্রাক্ষণ্যবাদী জালিম শাসকদের। আর্ন্তজাতিক আইন ও নিয়ম কানুন কে উপেক্ষা করে তারা তাঁকে বন্দী করল। তারা তাঁর হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল জিঞ্জির,স্তব্ধ করে দিল তাঁর অনলবর্ষী কণ্ঠ। অত্যাচার, নির্যাতনে রক্তাক্ত করল তাঁর সমস্ত শরীর। অত্যাচারের এমন কোন ধরণ নেই যা তাঁর শরীরে প্রয়োগ করেনি। সেই থেকে তিনি বন্দী। প্রথমে ছিলেন কাশ্মীর জেলে এরপর দিল্লীর তেহার কেন্দ্রীয় জেলে। অতঃপর ছয় বছর চব্বিশ দিনের মাথায় কয়েক জন বীর নওজোয়ানের প্রচেষ্টায় বিমান ছিনতাইয়ের অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দান করেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অনুবাদক

মুসলমানগণ জিহাদকে তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কর

মাওলানা মাসউদ আযহার

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ - وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ لِاِتْمَامِ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -

کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم نے خانہ گرانے آئے تھے

دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے

دنیا میں دوہی ٹھکا نے ہیں آزاد منش انسانوں کے

یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا

আমার সম্মানিত হযরত উলামায়ে কিরাম, স্নেহের তালেবে ইলম ভাইয়েরা, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান গুরুজন ও নওজোয়ান সাথীরা!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের কে আজকের এই মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এই মাহফিল যেন আমাদের জন্য আখেরাতের পুঁজি হয়ে যায় এবং আল্লাহ যেন এই মাহফিল কে সেই মলমে পরিণত করে দেন, যা ফিলিস্তিনের আহত হৃদয় মা দের দিলে লাগানো যায়। আমাদের আজকের এই মাহফিলে অংশগ্রহণকারী নওজোয়ানদের জন্য রয়েছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর, পরিশ্রমকারী কর্মীদের জন্যে রয়েছে দো'আ। বিষয় বস্তু ও খুব ভাল দেখে বেঁচে নেয়া হয়েছে। এমন বিষয় বস্তু, যা শোনে সত্যানুসন্ধীদের হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠে।

তবে জানা নেই এতে কাদের জানি পা কাঁপুনী শুরু হয়ে গেছে হয়ত। দীর্ঘ চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে উলামায়ে কিরামের হাত থেকে অস্ত্রকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং বহু কষ্ট করে মুজাহিদদের কে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে

দেয়া হয়েছিল। ইলমকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন শুধু বৈরাগ্যতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-ফাসাদ বাকী থাকে আর জিহাদকেও ইলম থেকে দূর করা হয়েছে যেন শুধু সন্ত্রাস বাকী থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং এই দুই বিশাল নেয়ামত যার মাধ্যমে যমীন গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, যার কারণে আসমানী মাখলুক ফেরেস্তাও আসমানের নুরানী পরিবেশ ত্যাগ করে যমীনে আসার কথা বলে, যার বদৌলতে মানুষের সাথে সাথে জীব-জানোয়ার ও শান্তি অনুভব করে। সে দুই নেয়ামত হল ঃ ইলম ও জিহাদের নেয়ামত। যে নেয়ামত সমূহ নিয়ে হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁর গুণ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ ও ইলম ছিল। وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ও ইলম ছিল। তাঁকে রক্ত ঝরানোও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং ইলমের আলোও দান করা হয়েছিল। যেন এ কথা জানা যায় যে, কার রক্ত ঝরানো বৈধ। কার রক্ত বাঁচানো অপরিহার্য্য। আদম (আঃ)-এই পৃথিবীতে জিহাদ ও নিয়ে এসেছেন এবং ইলমও নিয়ে এসেছেন। ইলম ও জিহাদ পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে থাকে। মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করতে থাকে। ইলম ও জিহাদ সেই উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, যখন পৃথিবী এক নিরক্ষর নবীকে দেখেছে, যার ইলমের সামনে পুরো পৃথিবীর ইলম যেন 'কিছুই নয়' বলে মনে হয়েছে এবং এই নিরক্ষর নবী যার ইলম আল্লাহর ইলমের পরে সবচেয়ে বেশী ছিল যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন-

اَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ

'আমি যুদ্ধওয়ালা নবী।'

اَنَا نَبِيُّ السَّيْفِ

'আমি তরবারীওয়ালা নবী।'

ইলম উত্থান দেখেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয়ে। জিহাদ উত্থান দেখেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবয়বে। অজ্ঞতাও দূরীভূত হয়েছে নবীর ইলম দ্বারা, আবু জাহেলের ও পতন হয়েছে নবীজির তরবারীর আক্রমণ দ্বারা।

ইলম ও জিহাদ একত্রিত হয়ে একটি কাফেলা তৈরী হয়েছে "وَالَّذِيْنَ مَعَهُ" যারা নবীর সাথে ছিল। ছিল ইলেমের দৌলতে টইটম্বুর। তাঁরা তাফসীর ও করতে পারতেন। হাদীস ও বলতে পারতেন, কেরাত ও পড়তে পারতেন। কিন্তু প্রভাব ছিল এই اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ তাঁরা সকলেই ছিলেন রনাঙ্গনের যোদ্ধা।

ইলম ও জিহাদ কাঁদ মিলিয়ে চলতে থাকল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়ে গেল। ফারস্যের রাজত্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। দুনিয়া থেকে অজ্ঞতাও মিটে গেল। অজ্ঞতার পতাকাবাহীরাও মিটে গেল। পৃথিবী থেকে অজ্ঞতাও মুর্খতার লয় হল এবং অজ্ঞতা ও মুর্খতার চারোপার্শ্বের প্রহরীও ধ্বংস হল। ইলম ছিল দ্বীন কে বোঝার নাম, জিহাদ ছিল শক্তির নাম। যখন দ্বীনের বুঝও অর্জিত হবে, শক্তিও অর্জিত হবে, তখন পৃথিবীতে সফলতা আর কামিয়াবী আসতে বাধ্য।

ইলম ও জিহাদের এই সুন্দর সংমিশ্রণ আমাদের কুরআন মাজীদের মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয়, আমরা তা রাসূলুল্লাহর সীরাতের মধ্যে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহর মাদ্রাসায় দেখতে পাই, খানকার মধ্যে দেখতে পাই। বদর ও উহুদের ময়দানে দেখতে পাই। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর ঘর সমূহের মধ্যে দেখতে পাই। তাদের মন ও দেহের মধ্যে দেখতে পাই। দু'টি বস্তুকে তারা অস্বাভাবিক ভালবাসতেন। একটি হলঃ ইলম। তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ছিলেন আলেম। প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বীনের প্রেমে আসক্ত, দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন। সূক্ষ্ম বিষয়কে জানতেন। দ্বীনের পরিপূর্ণ বুঝ রাখতেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বীনের জন্য নিবেদিত। দ্বীনের জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত। কেউ তাদের আক্রমণকে রুখতে পারেনি। কেউ তাদের তরবারীকে ঠেকাতে পারেনি। ইলম ও জিহাদের এই সুন্দর সমন্বয় বোঝতে কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। যদি আমি কুরআন মাজীদ হতে এই বিষয়ের উপর আয়াত পড়ে পড়ে শোনাতে চাই, তবে ইনশাআল্লাহ্ রাত শেষ হয়ে যাবে। অথচ আমি একজন তালেবে ইলম।

কুরআন মাজীদের প্রতিটি পারা উলামায়ে কিরাম কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের জিহাদ করতে হবে, নতুবা তোমাদের ইলম তোমাদের জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কুরআনের প্রতিটি পারা মুজাহিদদেরকে স্মরণ

করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ইলম অর্জন করতে হবে, তোমাদের উলামায়ে কিরামের অনুগত হতে হবে, নতুবা তোমাদের জিহাদ তোমাদের কে ধ্বংস করে ছাড়বে এবং তোমাদের জন্য ফাসাদ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু জালিমেরা এই রহস্যটিকে উপলব্ধি করে নিয়েছে। এমন হৃদয় বিদারক কাহিনী যে, যদি হৃদয়ে চাপা দিয়ে রাখি, তবে হৃদয় ফেটে যায়, যদি মুখে উচ্চারণ করি, তবে জিহ্বা পুড়ে যায়। আমাদের আকাবির, আমাদের উলামায়ে কিরাম, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, যেন ইলম ও জিহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। যদি ইলম ও জিহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে এই পৃথিবী অত্যাচারীদের দ্বারা ভরে যাবে। এই পরিবেশ অত্যাচারে জুলুমে ভরপুর হয়ে যাবে। এই বিশ্বে এমন জুলুম নির্যাতন হবে, যে জুলুমের কথা শোনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

কিন্তু ক্রমান্বয়ে এজেন্টদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজের কৌশল কার্যকরী হয়েছে। তারা চিন্তা করেছে যে, মুসলমানদের কীভাবে দমানো যায়, কীভাবে নিঃশেষ করা যায়? তাদের কে জীব-জানোয়ারের মতো কীভাবে নাচানো যায়। কীভাবে তাদেরকে হাতের মুঠোয় আনা যায়? পর্দার যে মুসলিম কুমারী পর্দার আড়ালে অবস্থান করছে, তাদের দেহ পর্যন্ত কীভাবে স্বীয় অপবিত্র হাত পৌছানো যায়? ঠিক তখনি এক চক্রান্তের বর্হিপ্রকাশ ঘটে। এমন হৃদয় বিদারক ও মর্মন্তুদ চক্রান্ত, যার বিষাদ ও তিক্ততা আজও আমরা উপলব্ধি করছি। যার ফলাফল আজও আমরা উপভোগ করছি, সে চক্রান্ত ছিল উলামায়ে কিরামের হাত থেকে অস্ত্রকে ছিনিয়ে নাও, উলামাদের মধ্যে এমন লোক দাঁড় করিয়ে দাও, যে জিহাদের বিপক্ষে কথা বলবে এবং মুজাহিদদের মধ্যে এমন লোককে ঢুকিয়ে দাও যারা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কথা বলবে।

ইলম ও জিহাদকে পরস্পরে পৃথক করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। উলামাদের বলা হয়েছে, আপনারা তো ভাল মানুষ; হাতে অস্ত্র কেন নিচ্ছেন? আপনারা তো দাঁড়িওয়ালা, আপনারা তো বুযুর্গমানুষ, আপনাদের মাথায় পাগড়ী খুব সুন্দর দেখায়, আপনাদের শরীরে জুব্বা খুব সুন্দর মানায়। আপনাদের হাতে তো নরম-মোলায়েম লাঠি শোভা পায়। আপনাদের হাতে অস্ত্র মানায় না। আলেমের হাতে হাতিয়ার শোভা পায়

না। এ সবের সঙ্গে আলেমদের কিসের সম্পর্ক? এ কথা গুলো এতই শক্তভাবে বলা হয়েছে যে, ক্রমান্বয়ে এ কথাগুলো আজ মানুষের দিলে-দেমাগে খোদাই করা পাথরের লিখার ন্যায় বসে গেছে। মানুষের অন্তরে গভীর ভাবে জমে বসেছে। আজ আমরা তার ফলাফল আর অশুভ পরিণাম ফল অনুভব করছি। তার অশুভ পরিণাম আমরা অবলোকন করছি।

এক অভিশপ্তকে আনা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! সে অভিশপ্ত আমাদের উপর যতটুকু জুলুম করেছে, এতটুকু জুলুম অন্য কেউ করেনি। সে ইসলামের সংরক্ষণ কে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সে অভিশপ্ত দাজ্জালের কবরে থু থু নিক্ষেপ করাকে আমরা গর্ব মনে করি। সে অভিশপ্ত ছিল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। যে ইলমী পরিভাষাকে জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার নয়া চাল উদ্ভাবন করেছে। ইলমী কথা, ইলমী বচনভঙ্গি, ইলমী ধ্যান-ধারণা এবং সেগুলোর মাধ্যমে জিহাদের বিরোধীতা সে দিন থেকে শুরু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত চলছে। বলা যায় না, এর কারণে কত লাশ আমাদেরকে নিজের কাঁধে বহন করতে হবে। কত রক্ত আমাদের কে নিজ চোখে দেখতে হবে। কত মসজিদ আমাদের উজাড় দেখতে হবে। এ সমস্ত ইল্‌মী পরিভাষার ব্যবহার কখন গিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ক্ষান্ত হবে?

আজ যখনই জিহাদের আলোচনা করা হয়, মির্যা কাদিয়ানীর নয়া চালের দিকে তাকিয়ে সাথে সাথেই যুক্তি-তর্ক আরম্ভ হয় যে, জিহাদ ফর্‌যে কিফায়া নাকি ফরযে আইন? জিহাদ 'হুসন লি আইনিহী' নাকি 'হুসন লিগাইরিহী'? জিহাদে আকবার কোনটি? জিহাদে আসগর কোনটি? অমুক কাজও তো জিহাদ ইত্যাদি।

আমার বন্ধুরা, আমার নওজোয়ান সাথীরা, আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন, কুরআন মাজীদে সূরায়ে আনফাল ও রয়েছে, সূরায়ে বারাআ (তাওবা) ও রয়েছে, সূরায়ে বাকারার মধ্যে জিহাদের ফরযিয়তের ব্যাপারে আয়াত সমুহ উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মাজীদে মুজাহিদের আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের জাগ্রত

হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের ক্লান্ত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের পিপাসা লাগার কথা লিখা রয়েছে। মুজাহিদের খিদে লাগার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুজাহিদের উচুঁ স্থানে আরোহণ করার কথা লিখা রয়েছে। মুজাহিদের নীচু স্থানের দিকে অবতরণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। জিহাদের ফরয সমুহের আলোচনা রয়েছে। জিহাদের সুন্নাত সমুহের বর্ণনা রয়েছে। জিহাদের মুস্তাহাব সমূহের আলোচনা রয়েছে। জিহাদের ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে। জিহাদ ত্যাগে শাস্তির আলোচনা রয়েছে। কুরআনের পারায়-পারায় জিহাদের আয়াত সমূহ উল্লেখ রয়েছে, নবীজির হাদীসের মধ্যে জিহাদের আলোচনা উল্লেখ রয়েছে।ওহে! দেখ, উহুদের ময়দানে কোন আহত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন? আমার প্রিয় নবী আহতাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পবিত্র শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

যাও! একটু দেখে আস!

কার শরীরের অংশ যমীনে কেটে পড়েছে। তিনি যে, সায়্যিদেনা হযরত হামজা (রাযিঃ)-এর আল্লাহর নবীজির চাচা, সায়্যিদুশশুহাদা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ)-এর মত মুমিনকে যুদ্ধের ময়দানে দেখা যাচ্ছে। ফারুকে আযম (রাযিঃ)-এর ন্যায় বাদশাহকে যুদ্ধের ময়দানে দেখা যাচ্ছে। আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযিঃ)-এর ন্যায় লাজুক ব্যক্তিটা কে জিহাদের মাঠে দেখতে পাচ্ছি। আমি আলী মুরতাযার (রাযিঃ)-মত আলেমকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর মত জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিহাদের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি হুসাইন (রাযিঃ)-এর মত সুদর্শন যুবককে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর মত ফকীহকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর ন্যায় মুফাস্‌সির কে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)-এর ন্যায় ক্বারীকে যুদ্ধের মাঠে দেখতে পাচ্ছি, আমি মুআজ-বিন জাবাল (রাযিঃ)-এর মতো ফকীহকে জিহাদের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি মাআজ ও মুআওয়াযের মতো বাচ্চাদের জিহাদের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি খানছাও খাওলা (রাযিঃ)-এর ন্যায় বোনদের যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি আমর বিন জামূহের

(রাযিঃ)-ন্যায় পঙ্গু বৃদ্ধকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)-এর মত নবীজির মেজবান কে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি।

আমি কি কাশ্মীরের বোনদের দেখব, যাদের সুখের সংসারকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে? আসামের ঐ সমস্ত বাচ্চাদেরকে দেখব, যাদেরকে তেলের কড়াইতে ফেলা হয়েছে? আমি বসনিয়ার কবরসমূহকে দেখব? না কি আমি আমার ফরযে আইনকে দেখব?

জিহাদের ফরযে কিফায়ার কথা এজন্য বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান এতই জিহাদ প্রিয় ছিল যে, কেহই পিছিয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিলো না। তাদেরকে বাঁধা দিয়ে রাখা ছিল কঠিন ব্যাপার। পিছনের সমস্ত সু-শৃঙ্খল কাজগুলো ওলট-পালট হয়ে যেত। দ্বীনী দরসগাহ বন্ধ হয়ে যেত। রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান উলামায়ে কিরামের সামনে এসে হাত জোড় করে বলত যে, মানুষদের কন্ট্রোল করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মা-দের দিকে তাকিয়ে দেখুন! তারাও বলে আমরা জিহাদে যাব। বোনদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! তারাও বলে আমরা জিহাদের যাব। বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে এসে বলছে আমরা জিহাদে যাব। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন! পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে উচুঁ করে বোঝাতে চাচ্ছে যে, আমরা জিহাদে যাব। প্রত্যেকেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আলেমগণ উদ্বিগ্ন, ফকীহগণ অধীর-অস্থির, মুহাদ্দিসগণ ব্যতি-ব্যস্ত। সবাই বলে আমরা যাব। তখন বোঝানো হত, ভাই! এ-তো ফরযে কিফায়া। কিছু লোক থেকে যাও। পরে তোমাদের কে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু যখন থেকে অভিশপ্ত কাদিয়ানী এসেছে আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, মাওলানা ইউসুফ সাহেব (দামাত-বারাকাতুহুম) বলছিলেন যে, মুসলিম মহিলারা শিখদের দ্বারা গর্ভধারণ করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে ফেলেছে, আর আমরা বলছি মা! মাফ করবেন, জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল; নতুবা আমরা আপনার সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতাম। ফিলিস্তিনের মা নিজের সব কিছু হারিয়ে বসেছে, সে আশার আঁচল পেতে মুসলিম উম্মার দিকে তাকিয়ে বলছে—আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্যের জন্য

এগিয়ে এসো। আমরা বলছি, আম্মু! মাফ করবেন, জিহাদ ফরযে কিফায়া। মসজিদে আকসার প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা রক্ত আমাদের জিজ্ঞেস করছে, বল! আমার কি অপরাধ? কি অন্যায় আমি করেছি? আমরা বলেছি, ক্ষমা কর, আমরা এখন ফরযে কিফায়ার মধ্যে আছি। কাশ্মীরের মায়েরা প্রশ্ন করছে, আরে জালেমরা! কত জানাযা আর আমাদের থেকে উঠাবে? কত গুলী আর আমাদের দিকে বর্ষণ করাবে? আর কত নির্যাতন, আমরা সহ্য করব? আমরা উত্তর দিয়েছি, মা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এখন ও অস্ত্র হাতে নেয়া ফর্‌যে কেফায়া। নতুবা আমরা এসে যেতাম যদি তা ফরযে আইন হয়ে থাকত। সব কিছু বিলীন হয়ে গেল। সব কিছু বিধ্বস্ত, বিরান হয়ে গেল। কুরআন গুলীর শিকার হল, কুরআনের পাতা ঢিলা-কুলুপ রূপে ব্যবহার হল। আমার নবীজির সুন্নাতকে মিটিয়ে দেয়া হল, রাইফেল তাদের হাতে দেয়া হল, যারা মসজিদে ফায়ারিং করে, যারা উলামাদের জবাহ্ করতে পারে। এ সমস্যার সমাধান কি? আমরা কতদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত-অপদস্ত হতে থাকব? কতদিন পর্যন্ত আঘাত সইতে থাকব? হে মুসলমানেরা! হে নবীর উম্মতেরা! লাঞ্ছিত, অপদস্ত হওয়ার জন্য আমার তোমার সৃষ্টি হয়েছিল না। তখন আমাদের বলা হয়-চুপ করে বসে থাক। এ-তো ফরযে কেফায়া মাত্র।

আমার মুহ্‌তারাম বন্ধুরা! জানা নেই, যে দিন সর্বশেষ মুসলমানের জানাযা নিষ্পন্ন হয়ে যাবে, সে দিন গিয়ে হয়ত জিহাদ ফরয হতে পারে! বলা যায় না যে দিন সবশেষ ইযযতটুকুও বিলীন হয়ে যাবে, কোন নিরাপত্তা বাকী থাকবে না, সেদিন গিয়ে হয়ত জিহাদ ফরয হতে পারে? আমার বুঝে আসেনা যে, একটি ফরযে কিফায়ার জন্য আল্লাহ কুরআনের মধ্যে এত গুলো সূরা কেন নাযিল করলেন? আর সংখ্যায় কি মুজাহিদরা যথেষ্ট হয়ে গেছে? আমরা কি চেচনিয়ায় যথেষ্ট হয়ে গেছি? হাওয়ার মত এক বোনকে দেহে বোমা বেঁধে ময়দানে আসতে হয়েছে। কুরআন কে বক্ষে ধারণ করে নিশ্চুপ বসে থাকা বন্ধুগণ! একটু চিন্তা কর, বোনের কি প্রয়োজন ছিল ময়দানে আসার? এ কারণেই যে, ভাই মরে গিয়েছিল। ভাই আত্মসম্ভ্রমহীন হয়ে পড়েছিল। ভাই ব্যবসায়ী হয়ে পড়েছিল। ভাই ভীতু হয়ে পড়েছিল। তখন গিয়ে সে বোন দেহে বোমা বেঁধে ময়দানে এসেছে।

ধামাকা করেছে। আমরা বলেছি, বোন তোমাকে শোকরিয়া। বস্তুতঃ আমাদের লজ্জা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা ছোট ছোট মাসআলা নিয়ে বির্তকে লিপ্ত। আমাদের বক্ষে কুরআন রয়েছে। আর সে কুরআন আমাদের উপর অভিশাপ ছুড়ছে। বোন ময়দানে নেমে পড়েছে। আর ভাই নিজগৃহে বসে যমীনের সাথে লেপ্টে বসে রয়েছে। আজ আরো অন্যান্য বোনেরা বলছে, আমরা আত্মঘাতি বোমা হামলা করার জন্য প্রস্তুত। আমরা জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত। আমাদেরকে যুদ্ধের সাজ পরিয়ে দাও। এজন্য যে, ভাইয়েরা তো ময়দানে নেমে আসবেনা। জিহাদ তাদের উপর এখন ফরযে কিফায়া। তাদের উপর তো এখনো 'হুসন লি গাইরীহী" এর ভূত সওয়ার হয়ে আছে। তারা তো এতটুকু জালেম, নির্দয়, পাষান হয়ে গেছে যে, নবীজি যখমী অবস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। জানা নেই হয়ত আসমানও কাঁদছে, যমীনও কাঁপছে। আমার নবীর দাঁত ভেঙ্গে পড়েছে। আমার নবীর চেহারা মুবারক হতে রক্ত ঝরছে। আর আমাদের মুসলমানরা মুখে বার্গার আর পেপসী দিয়ে বলছে-নবীজীতো ছোট জিহাদ করেছিলেন, আর আমরা বড় জিহাদ করছি।

তোমাদের হিম্মতকে মুবারক বাদ জানাই। লোকসকল! তোমাদের হিম্মতকে স্বাগতম জানাই। যে কাজটিতে নবীজির দিন-রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যে কাজটিতে নবীজির জীবন বারংবার মৃত্যুর সম্মুক্ষীন হয়েছিল যার জন্য আমার নবীকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছে সে জিহাদ তোমাদের নিকট ছোট মনে হচ্ছে। একটু হলেও আল্লাহকে ভয় কর। কি ছোটত্ব রয়েছে এর ভেতর? কি কমতি রয়েছে সে ত্যাগ-তিতীক্ষার ভেতর? সাহাবা (রাযিঃ)-তো নবীজি কেও ত্যাগ করেছেন। ঠিকানা বিহীন কোথা-থেকে কোথায় গিয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন। বুযুর্গগণ বড় জিহাদ, ছোট-জিহাদ এ উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন না যে উদ্দেশ্যে আজ বলা হচ্ছে। উলামা ও মুজহিদীনদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য ইলম ও জিহাদকে আলগ করার উদ্দেশ্যে এ ভাষা ব্যবহার হয়েছে। নতুবা মোল্লা উমরও কোন সাধারণ আলেম নন। আফগানিস্তানের ভূমিতে শাহাদাত বরণকারী উলামারাও কোন যেন-তেন আলেম ছিলেন না। আজও যে সমস্ত উলামা মাঠে নেমেছেন তারা ও কুরআন হাদীসকে বোঝেন। তাদের দৃষ্টিতে মাদরাসার ও সম্মান

রয়েছে। খানকা সমুহের ও সম্মান রয়েছে। তাবলীগের ও সম্মান রয়েছে। কিন্তু হে মুসলিম জাতি! আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ কে তার যথাযথ অবস্থান দিয়ে দাও। জুলুম আর বে-ইনসাফী আচরণ বন্ধ কর। মুসলমান ভাইয়েরা! জিহাদের উপর চাবুকাঘাত করা বন্ধ কর। হে মুস্লিমেরা! এই জিহাদ প্রভুর নির্দেশ। এই জিহাদ নবীজির তরীকা। আজ এই ফরযে আইন,ফরযে কিফায়ার কথাগুলো ঐ সমস্ত লোকদের কে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারে যারা প্রভুর সাথে সাক্ষাত করতে চায় না। যারা দ্বীনের নামে উৎসর্গ হতে চায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি সাজ্জাদ শহীদ (রাহঃ)-এর শরীরে লাগা আঘাত গুলো দেখেছে, যে আবু জান্দালের মুন্ডানো দাঁড়ি গুলো দেখেছে, যে নাসরুল্লাহ মানসুরের সে হাঁটু আর পায়ের নলা দেখেছে, যা আঘাতে আঘাতে কালো হয়ে পড়েছিল, তাকে এ কথা গুলো কীভাবে ফিরিয়ে রাখতে পারে? আমাদের লাশগুলো আমাদের চোখের সামনে রাখা হয়েছে। আমাদের শুহাদা, আমাদের শুহাদাদের চেহারা-গুলো গোলাপের ন্যায়। আর সে চেহারা সমূহে লেগে থাকা খুন গুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। আমরা কি তাদেরকে ভুলতে পারি? এ কথা গুলো আমাদেরকে জিহাদ থেকে হটাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহর শপথ সে শুহাদাদের পথে চলা ফরয এবং এই ফরয কে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পালন করে যাব ইনশাআল্লাহ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ

মাওলানা মাসউদ আযহার

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :- إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

আমার প্রিয় তালেবে ইলম ভাইয়েরা! আপনাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের জন্য মনোনীত করেছেন। আর আমার জন্যও সৌভাগ্য যে, আমি আপনাদের সাথে দু-চার মিনিট সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার গৌরব লাভ করছি। ইসলাম এক সার্বজনীন দ্বীন। এটা কোন ছোট-খাট মাযহাব বা ধর্ম নয়। আর যারা এই দ্বীনের সমস্ত চাহিদা ও দাবীর প্রতি লক্ষ রাখে, এর সবগুলো চাহিদা কে উপলব্ধি করে এবং দ্বীনের সমস্ত আহকাম কে অনুধাবন করে, তাদেরকে উলামা বলা হয়। যাদের মাসআলা-মাসায়েল জানা রয়েছে; কিন্তু এ সময় দ্বীনের চাহিদা কি, দাবী কি, একথা জানা নেই, সে আলেম নয়। যাদের মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধে জানা রয়েছে এবং দ্বীনের চাহিদা ও দাবী সম্বন্ধেও জানা রয়েছে, কিন্তু সে চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী কাজ করেনা, তাদেরও আলেম বলা যায় না। সত্যিকারের আলেম সেই ব্যক্তি যে পুরো দ্বীনকে জানে, বোঝে, এবং এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখে যে, এ সময় দ্বীনের চাহিদা কি, দাবী কি, এবং সে চাহিদানুযায়ী আমি কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারি এবং এর জন্য সে প্রচেষ্ঠা চালাতে থাকে। যার মাঝে এই গুণ গুলো রয়েছে, তাকেই আলেম বলা হয়। সে-ই আল্লাহর ঐ বান্দা যে আম্বিয়া (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী।

আমাদের জীবনে যে এক কমতি রয়েছে সে কমতিকে আমরা যদি কন্ট্রোলে আনতে না পারি, তার উপর আমরা ক্ষমতা খাটাতে না পারি, তবে আমরা খুবই অসম্পূর্ণ থেকে যাব। অথচ এই কমতি কে খুব সহজেই কন্ট্রোলে আনা সম্ভব। খুব সহজেই এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

لَمْ اَرَ مِنْ عُيُوْبِ النَّاسِ شَيْئًا كَنَقْصِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَامِ

"মানুষের দোষ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় দোষ হল এই যে, তারা অনেক কাজকে সম্পূর্ণ করতে পারে; কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সেগুলোকে অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।"

কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেখি, তারা পরিপূর্ণ ছিলেন। (আল্‌হামদুল্লিাহ) কিন্তু আমরা এমন এক দূরত্ব ও ব্যবধানে রয়েছি যে, আমরা তাদের জীবনীর মধ্য হতে বিশেষ এক অংশ কে নিয়ে নেই এবং সেটার উপরেই ঘুরপাক খেতে থাকি।

আমি একদিন এক মাদ্‌রাসায় গেলাম। সে মাদ্‌রাসার নাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তারপর ভেতরে ঢুকতে-ই হযরতের জীবনের বিভিন্ন দিক আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সেখানের সম্মানিত জিম্মাদারগণ বললেন, বয়ান করুন! আমি দু-তিন মিনিট বয়ান করলাম এবং বল্লাম যে, বস! এই মাদ্‌রাসার নামই যথেষ্ট এবং এই জামিয়ার এই নামই যথেষ্ট আমাদের কে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্য। কেননা, তিনি তো ছিলেন সেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যিনি আবু জাহেলের মস্তককে দেহ থেকে কেটে আলাদা করেছিলেন এবং তিনি-ই সেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যিনি কুফার মধ্যে জাহিলিয়্যাত আর মুর্খতার শির উচ্ছেদ করেছিলেন। সমূলে তা উৎপাটন করেছিলেন। যখন কাফেরের গর্দান কাটার প্রয়োজন হয়, তখন দ্বীন ও ইলমের দাবী এটাই হয় যে, সে গর্দান কে কেটে দেয়া হোক। আর যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়াইও তার বিরুদ্ধে চেষ্টা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ইলমের আলো জ্বালানো এবং তার জন্য দিন রাত ব্যয় করা এবং নিরবিচ্ছিন্ন মেহনত করা এই ইলম এবং দ্বীনের দাবী হয়ে থাকে। আমরা ছাত্ররা আমাদের পূর্বপুরুষগণের জীবনীর মধ্যে শুধু তাদের ইলমকে-ই দেখি আর তাদের জিহাদকে দেখিনা। মুজাহিদের জীবনী হতে শুধু জিহাদ কে-ই দেখি, কিন্তু তাদের ইলমকে দেখিনা। এ কারণেই আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি,পেরেশান হচ্ছি।

বলা হয় যে, কয়েকজন অন্ধ কোন একস্থানে একত্রিত হয়েছিল। তারা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, শুনতে পেলাম একটি হাতি নাকি এসেছে। চল যাই আমরা দেখে আসি। অন্ধ হাতি দেখতে যাচ্ছে। যাক, অতঃপর তারা স্বীয় হাত দ্বারা স্পর্শ করার মাধ্যমে হাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করল। ফিরে এসে পরস্পরে বর্ণনা করছে। এক জন জিজ্ঞেস করল, হাতি কেমন? একজন উত্তর দিল, সে তো এক স্তম্ভের ন্যায় মোটা, তাজা ও লম্বা। এ

ব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করেছিল। শুধুমাত্র পায়ের নলায় হাত দিয়েছিল। দ্বিতীয়জন কে জিজ্ঞেস করল, হাতি কেমন হয়ে থাকে?সে উওর দিল, সে-তো অজগর সাপের ন্যায়। সর্বদা শুধু হেল্তে-দুল্তে থাকে। এ ব্যক্তি শুড়ে হাত বুলিয়ে ছিল। তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস করলে সে উত্তর দিল, এরা তো মিথ্যা বলছে। আমি নিজে পুরোটা দেখেছি। সে তো এক পাখার ন্যায় সব সময় নড়তে থাকে। এ ব্যক্তি হাতির কানে হাত বুলিয়েছিল ছিল। আজ আমাদেরও এ অবস্থা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্বন্ধে কারো যদি ইলম সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা আসল, বস! তখন সে জিহাদ কে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে দিল। কারো জিহাদের পাগলামী মাথায় সওয়ার হল, বস! মাদ্রাসা ত্যাগ করল, মাদ্রাসা বন্ধ করে দিল। আর নিজের জীবন গিয়ে সে দিকেই লাগিয়ে দিল। আর যেহেতু তার ইলম পরিপূর্ণ ছিল না, তাই আমল ও পরিপূর্ণ ছিল না। না সে দিকের হক আদায় করতে পেরেছে। না এদিকের হক সে আদায় করতে পেরেছে। আমাদের দ্বীনের সকল চাহিদা ও দাবী কে বুঝতে হবে।

"ঈমান কাকে বলে? ইবাদত কোন্ বস্তুর নাম? আপনারা হয়ত জেনে থাকবেন যে, অনেক বড় এক বুদ্ধিজীবী একটি বই লিখেছিল। বুদ্ধিজীবী মানে এমন এক ব্যক্তি যে শুধু-চিন্তা করত বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া। বিবেক-বুদ্ধি বলতে তার মাঝে কিছু ছিল না। সে লিখেছে যে, "আজ পর্যন্ত কেউ 'ইবাদত'-এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়নি। সেখানে 'জেলখানায়' * সাথীরা খুব পেরেশান ছিল যে, ইবাদতের অর্থ বাস্তবিক পক্ষে আমরা এমনই বোঝেছিলাম যে, রুকু কর, সেজদা কর। এটাই তো ইবাদতের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থ। আমি বলেছি, ইবাদতের অর্থ বুঝা একেবারেই সহজ। "দ্বীনের চাহিদানুযায়ী আমল করার নামই হল ইবাদত"। আল্লাহ তাআলা এ সময় আমাদেরকে কি কাজের আদেশ দিচ্ছেন? এ সময় আমাদের কাছ হতে কি বস্তু কামনা করছেন? সেটা অনুযায়ী আমলের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়াটা কে-ই ইবাদত বলে।

---

* টীকা-ইন্ডিয়ার সে জেলখানা যেখান থেকে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর চব্বিশ দিন পর এক অকল্পনীয় পন্থায় মুক্তি পেয়েছেন। (অনুবাদক)

আজকের দাবী হল যে, আমরা জিহাদের আমল কে জিন্দা করবো। তাই সে আমলের জন্য বের হয়ে পড়াটা ইবাদত। আজকের দাবী হল যে, আমরা যেন জিহাদের তরবিয়ত নিয়ে নেই। তাই এর জন্য বের হওয়াটা ইবাদত। আজকের দাবী হল যে, আমরা যেন আমাদের ভিতরে পূর্ব পুরুষগণের কিতাব সমূহকে বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করি। এটার নাম ইবাদত। এ সময়ের দাবী হল যে, হালাল রোজগারের চিন্তা -চেতনা কে ব্যাপক করে দেয়া। তাই এ চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধিকে ব্যাপক করা ও তার জন্য মেহনত করাটা ইবাদত।

আল্লাহর দ্বীনের যে দাবী মুমিনের সামনে এসে পড়ে মুমিন তার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এর ই নাম ইবাদত। আর এই ইবাদতকে অনুধাবন ও উপলব্ধিকারী এবং সে গুলোকে বাস্তবায়নকারী লোকগুলোকে-ই আলেম বলা হয়।

তাই-আমার প্রিয় তালেবে ইলম ভাইয়েরা!

আপনাদের প্রতি আমার সর্বপ্রথম আবেদন এই যে, আপনারা খাঁটি ও মজবুত ইলম অর্জন করবেন। এ যে, কাঁচা ইলম। যার কারণে আমরা আজ বিভ্রান্ত, এর ফলাফল না মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে হয়, না সে এর ফলাফল অন্য কাউকে পৌছাতে সক্ষম হয়। নিজের উপর ফরয করে নাও যে, যে কিতাব পড়ছ, তার একটি শব্দও যেন এমন না থাকে, যা বোঝে আসেনি।

মজবুত ও দক্ষ আলেমের প্রয়োজন রয়েছে। মজবুত আলেম যখন তোপ চালায়, তখন তার গোলা ও অনেক কে-ই ধ্বংস করে ছাড়ে। মজবুত আলেম যখন কোন কাজের প্রতি পা বাড়ায়, তখন তার প্রভাবটা-ই অন্য রকম হয়ে থাকে। খাঁটি আলেমের জিহাদের মজাটাই আলাদা। নিজের ইলেমের ভিতর মজবুতী ও দৃঢ়তা সৃষ্টি কর। এটা তোমাদের প্রতি আমার প্রথম আবেদন।

দ্বিতীয় আবেদন হল এই যে, আমরা হীনম্মন্যতা কে ছেড়ে দেব। দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্ররা দু-টি রোগের খুব-বেশী শিকার। একটা হল –অলসতা।

দ্বিতীয়টা হল-হীনম্মন্যতা।

অলসতা সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যে, একটি ছোট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, তালেব ইলম বলতে কাদের বোঝায়? মা বলল- লক্ষী আমার। আমি তোমাকে বাস্তবে দেখাচ্ছি। যাও, ঐ যে মসজিদে যারা আছে, তাদের ডেকে নিয়ে এসো। সে মসজিদে আট-দশজন তালেবে ইলম ছিল। মেয়েটি তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসল। মহিলা একটি দধির পেয়ালা হাতে নিলেন এবং এর মধ্যে একটি খড়-কুটা ছেড়ে দিলেন এবং মেয়েটিকে বল্লেন যাও! এগুলো গিয়ে তাদের পান করাও। সে প্রথম তালেবে ইলমকে দিল। সে পান করতে শুরু করল। খড়-কুটাটি কাছে আসলে ফু মেরে তা দূর করে দিল। কারণ, একে বের করে ফেলতে গেলে তো তার 'অসলতার মাঝে ব্যাঘাত' ঘটে যেত। দ্বিতীয় জনও এমন করল। তৃতীয় জনও এমন করল। আটজনে মিলে দধির পাত্র খতম করে নিল। খড়-কুটাটি আপন-অবস্থায় পাত্রের নিচের গাঢ় অংশের উপরে রয়ে গেল, বের করে ফেলানোর তাওফীক কারো হয়নি। এই অলসতা, যা দেহ-দেমাগ ও অবয়ব জুড়ে রয়েছে, যার কারণে সবই বেকার যাবে। না কোন চেষ্টা-মেহনত করবে, না কোন চাঞ্চল্যতা দেখাবে। সবই শুধু মোড়ামুড়ী আর এরপর হাইতোলা। আল্লাহর ওয়াস্তে এসময়ের জন্য দোষগুলোকে নিজের ভেতর থেকে বের করে ফেল। আজ আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কত বড় মর্যাদা দান করেছেন। কালপর্যন্ত লোক তিরস্কার করতো যে, তোমরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কোন দফতরের কালেক্টারীতে ও লাগতে পারবে না। আজ আমরা তাদেরকে গর্বের সাথে বলি যে, কালেক্টারীর পদে তো লাগিনি; তবে আমীরুল মুমিনীনের পদে লেগে গেছি। আল হামদুল্লিাহ! আল্লাহ তাআলা মাদ্‌রাসার তালেবে ইলম কে আমীরুল মুমিনীন বানিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তাই তোমরা অলসতা ছেড়ে দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ।

প্রত্যেকেই অলসতা থেকে তাওবা করে নাও, আর দ্বিতীয়তঃ হীনম্মন্যতার পিছনে পড়াকে পরিহার কর।চিন্তা কর যে, জানি না আমরা কি করতে পারবো? আবার কেউ বেতন দেবে তো? আবার বলা তো যায় না বিবাহ–শাদী কপালে জোটবে কি না? তাই কেউ কেউ নিজের টুপি কে একটু মাথার পেছন দিকে সরিয়ে রাখে, যেন একটু হিরু হীরু মনে হয়।

কেউ দাঁড়িগুলো শিতা করে লুকানোর চেষ্টা করে যেন, সুফী-সুফী মনে না হয়। কেউ তো বাহিরে বের হতেই নিজের সেলোয়ার কে টাখনুর নীচে ছেড়ে দেয়, যেন বোঝা যায় যে, আমি একজন প্রগতিবাদী। যেন কেউ পুরানো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী মনে না করে বসে। এ ধরনের আরো কত কি? মানুষদের দেখে ভয় পেয়ে যায়, ঘাবড়িয়ে যায়। কোন প্যান্ট পরিহিত ব্যক্তি সামনে পড়ল। বস! পেরেশান হয়ে গেল।

আরে আল্লাহর বান্দারা!

যখন স্কুল-কলেজের এ সমস্ত প্যান্ট ও টাইওয়ালাদের দেখতে পাও, তখন ঐ দোআ পড় যা কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখলে পড়তে হয়।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا اِبْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍمِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً"

হে আল্লাহ! তোমার শোকর, যে মসীবতে তুমি তাদের লিপ্ত করে রেখেছো, তা থেকে তুমি আমাদের মুক্ত রেখেছো। বেচারারা মসীবতে লিপ্ত রয়েছে। তাদেরকে দুনিয়া উপার্জন আর নোংরামীপূর্ণ কাজের যোগ্য করে তোলা হচ্ছে। আর তোমাদেরকে আল্লাহর নূরকে ছড়িয়ে দেয়ার এবং এ পৃথিবীতে স্বীয় আহকাম সমূহকে জীবিত করার মাধ্যমে বানাচ্ছেন। কোথায় তোমরা যাদের নিকট আসার জন্য ফেরেস্তারা পাখা ঘষতে থাকে। আর কোথায় সে অসহায় বেচারারা, যাদের জন্য আমাদের দোআ করতে হয় যে, "হে আল্লাহ! তাদেরকে মসীবত থেকে মুক্তি দাও এবং সেও যেন মসজিদ, মাদ্রাসার সুন্দর পরিবেশে আসতে পারে সে সুযোগ করে দাও।" মাদ্রাসা হতে বাইরে যাওয়ার পর তোমাদের কি অসুবিধা হয়? বস! বাসে গিয়ে বসল, একটু ডানে-বামে তাকাল, কেউ যেন সুফী না বলে বসে। তাই বসে-ই দাঁড়িগুলো লুকানো আরম্ভ করে। যেন সুফী মনে না হয়, টুপি টি খুলে পকেটে রেখে দেয়। সেলোয়ারটি নিচে ফেলে দেয়। বাড়িতে গেল তো-আযান দিতে লজ্জাবোধ করে। কাউকে কোন দ্বীনী কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। আরে আল্লাহর বান্দারা! হিম্মত সৃষ্টিকর। দৃঢ় সংকল্প কর। এ দাঁড়ি হল নূর। আমাদের এ দাঁড়ি আমাদের জন্য গর্বের বস্তু। আমাদের

এই টুপি আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। জগতের সকল সৌন্দর্য, জগতের সকল চাক-চিক্য এখানে এসে আত্মসর্মপন করে। লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয়ে যায়। এর উপর আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা জরুরী। হীনম্মন্যতা পরিহার কর। আমাদের জানা নেই যে, আমরা কি করতে পারব? কোন মসজিদ মিলবে তো? কেউ মুয়ায্যিন হিসেবে রাখবে তো? বলতে পারি না খাব কোত্থেকে? পান করব কোত্থেকে?

আল্লাহর বান্দারা!

এক ব্যক্তি কান্দাহারে বসে আছেন। আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা কত কাজ নিচ্ছেন। সে-কি অন্য কোন মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে? শুধু ইস্পাত কঠিন সংকল্প করেছে–হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবো। আল্লাহ বল্লেন, আমার বান্দা কঠিন সংকল্প করেছে। ঠিক আছে, তাই আমি তোমাকে সরাঞ্জামাদীও জুগিয়ে দিচ্ছি। যদি আমরা সবাই দৃঢ় সংকল্প করে নেই যে, আমি যদি একাও থাকি, তবুও ইনশাআল্লাহ। এ দ্বীনকে মিটতে দেব না। আমি যদি একাও থাকি, তবুও কুফরের শিরকে নিচু করে ছাড়ব। আমি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু আমার আল্লাহ তো দুর্বল নন। আমি তো তার উপর ভরসা করেই এ পথে এসেছি। প্রত্যেক তালেবে ইলমের এ নিয়ত হওয়া চাই যে, বস! যখনি শিক্ষা থেকে ফারেগ হব, আমি একাই সব কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।

কেউ সাথে আসল তো ভাল কথা। কোন সাহায্য পাওয়া গেল তো ভাল কথা। নতুবা আল্লাহ আমার দ্বারা কাজ নেবেন। আমার নিয়ত রয়েছে। আর নিয়তকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন এবং তাদের কে সব কিছু দান করে থাকেন। মোল্লা উমর একটি কথা বলেন তো পুরো পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে যায়। আমরাও সে ধরনের কথা-ই বলে থাকি। কিন্তু এর দ্বারা নিজেদের ঘরের দেয়ালের চুনার মাঝেও কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। সে হিম্মতওয়ালা আমরা বেহিম্মত। বস! এতটুকুই পার্থক্য, এছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। দৃঢ় সংকল্প ও হিম্মত মানুষকে অনেক উচ্চাসনে নিয়ে যায়।

আর সর্বশেষ বিষয়, যার দাওয়াত আমি দিতে থাকি আর আপনারা

শোনতে থাকেন। তা হল আপনারা সব ভাই জিহাদের নিয়ত করে ফেলুন যে, ইনশাআল্লাহ, নিজের ঘরে, নিজের মহল্লায়, নিজের এলাকায় প্রত্যেক মুসলমান কে বলব যে, জিহাদ ফরয। নিজেরা ও জিহাদের এর তরবিয়ত করে নিবেন এবং আমলীভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেন এবং অন্যদের কেও এর জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মাদ্রাসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মাওলানা মাসউদ আযহারের মর্মস্পর্শী পয়গাম

আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হযরত 'শাইখুল হাদীস'* সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)! হযরত উলামায়ে কিরাম এবং জামিয়া ইসলামিয়ার সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ ও আমার প্রিয় তালেবে ইলম সাথীরা! আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগের বিষয় যে, আমি আজ সহীহ বুখারী শরীফের শেষ সবকে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। এক ইলমী মজলিস এবং এক নূরানী মাহফিল আল্লাহ তাআলা আমাকে নসীব করেছেন এবং তালেবে ইলমদের মজলিসে বসার মর্যাদা দান করেছেন। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া আদায় করছি এবং প্রিয় ভাই মাওলানা আবু হুরায়রার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে এখানে আসার দাওয়াত দিয়েছেন।

হযরত উলামায়ে কিরামের নিকট কিছু পেশ করতে আমি অক্ষম। কারণ, একজন তালেবে ইলমের কি অধিকার রয়েছে যে, সে তার মহামান্য ওস্তাদগনের সামনে কিছু বলবে। তবে আমার তালেবে ইলম ভাইদের বিশেষ করে এ বৎসর শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করতে চাই। প্রথম কথা হল, আপনারা প্রশংসার যোগ্য যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইলমের সাথে আপনাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। দাওরা হাদীস সমাপ্ত করার পর কোন ব্যক্তি আলেম হয়ে যায় না। আর তার জন্য এ ধারণায় লিপ্ত হওয়াও উচিত নয় যে, সে এখন আল্লামা হয়ে গেছে। বাস্তবিক বিষয় হল এই যে, আজ আপনাদের ইলম অর্জন করার যোগ্যতা ও পথ অর্জিত হয়েছে। এখন যদি আপনারা চান, তবে সে পথ ধরে আলেম হতে পারেন।

আলেমগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী। আর উত্তরাধিকার সকল বস্তুর ব্যাপারে-ই হয়ে থাকে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য যে মাপ-কাঠির প্রয়োজন, আপনারাও আপনাদেরকে সে মাপকাঠি অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিন। অতঃপর সামনে এগিয়ে চলুন দেখবেন কোন দুশমন

* টীকা–শাইখুল হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য-হযরত মাওলানা মুফতী ডাঃ নিযামুদ্দীন শামযায়ী (দাঃ বাঃ) যিনি দীর্ঘ দিন যাবত জামিয়া উলুমুল ইসলামিয়া বিননুরী টাউন মাদ্রাসায় শাইখুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করে আসছেন।

অথবা হিংসুক আপনার পথকে রুদ্ধ করতে পারবে না। (ইনশাআল্লাহ)

আপনারা এমন এক মুহূর্তে এ পরিবেশে এসেছেন, যখন দুনিয়াবাসী নিজের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠানোকে দুষনীয় মনে করে। কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়াকে (নাউজুবিল্লাহ) পেছনে ফিরে যাওয়া বা পশ্চাদ মুখিতা বলে থাকে। স্কুল-কলেজ এই চেষ্টা করে যাচ্ছে যে, ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরও যেন এ দেশে তাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকে, এখানকার সম্পদ যেন সেখানে পৌঁছে যায় এবং সে লোকগুলো যেন ভূখন্ডের ক্ষমতাসীন হতে পারে যারা আল্লাহকে সিজদা করেনা। বরং বিশ্বের প্রভাবশালী সুপার পাওয়ারদের সিজদা করাকে গর্বের কারণ মনে করে। আপনারা অন্ধকারে নিমর্জিত এমন এক পরিবেশ থেকে মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভেতরে প্রবেশ করেছেন, তখন প্রভু আপনাদের ওপর স্বীয় মেহেরবানী করেছেন। আল্লাহ আপনাদের হাতে কুরআন দান করেছেন। এটা আপনাদের ওপর আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। কতো মুসলমান আজ এমন রয়েছে, যারা বলে যে, 'আমরা মুসলমান' কিন্তু কুরআন মাজীদ নিজের পথকে তাদের জন্য এমন ভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছে যে, তারা কুরআনের দু-চারটি অক্ষর ও সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারেনা। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, কুরআন মাজীদ স্বীয় পথকে বন্ধ করে দিয়েছে যে, তুমি আমাকে পড়োনা, তুমি কি এর যোগ্য যে, আমাকে পড়তে পারবে? তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করোনা। কারণ-তুমি এর যোগ্য নও যে, আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আর একজন তালেবে ইলম? তাকে কুরআন বলে -এসো তুমি আমার রহমতের মায়া ক্রোড়ে। আমার অক্ষর ও তোমার জন্য, আমার বিন্যাসধারাও তোমার জন্য, আমার আহকাম সমূহও তোমার জন্য, আমার দাওয়াতও তোমার জন্য, আমার নূরও তোমার জন্য। যখন তালেবে ইলম কুরআন খুলে, তখন কুরআনের নূর তার বক্ষে অনুপ্রবেশ করে।

ফেরেস্তাগণ যমীনে কেন অবতরণ করেন? আপনারা তো ফেরেস্তাদের চেয়ে বেশী ইবাদত গুজার নন। ফেরেস্তাদের থেকে বেশী মাসূম নন। তাদের চেয়ে বেশী প্রভুর আনুগত্যকারী নন। বস্তুত ঃ এটা ইলমের বৈশিষ্ট যে, সমস্ত ফেরেস্তা হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

আর এটাই ইলমের বৈশিষ্ট যে, ফেরেস্তা এসে ছোট-থেকে ছোট একজন তালেবে ইলমের শরীরের সাথে স্বীয় পাখা ঘষতে থাকে যে, আমার যেন কিছু বরকত হাসিল হয়। এই এক আলোকরশ্মি। এই ইলম উন্নতির সোপান।

তাইতো শত্রুরা আমাদের নিকট হতে কুরআন কে ছিনিয়ে নিয়েছে, যেন আমরা উচ্চাসন ও উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। জালেমরা আমাদের কাছ থেকে হাদীসকে এজন্য ছিনিয়ে নিয়েছে, যেন আমরা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। জালেমরা আমাদের কাছ থেকে ফিকাহ এজন্য ছিনিয়ে নিয়েছে, যেন আমরা তাদের গোলামে পরিণত হয়ে যাই। যদি আমাদের নিকট কুরআন থাকে, হাদীস থাকে, যদি আমাদের কাছে সুন্নাত থাকে, যদি আমাদের কাছে ফিকাহ থাকে, তবে কাবার রবের শপথ! দুনিয়ায় এমন কোন মায়ের সন্তান জন্ম নেয়নি, যে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে, আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে। আমাদেরকে ক্যামিস্টারী, সাইন্স, গণিত বিদ্যা এজন্য দেয়া হয়নি যে, আমরা যেন উন্নতি সাধন করতে পারি। বরং এজন্য দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন তাদের গোলামী করি। আমাদেরকে এ বিষয় গুলো এজন্য দেয়া হয়নি যে, আমরা যেন উচ্চাসনে পৌছতে পারি। কোন্ বিজ্ঞান আমাদের উন্নতি প্রদান করেছে? আমরাতো বহু সাইন্স পড়ে ফেলেছি, কিন্তু আমাদের অনেক যুবক এখনো হন্যে হয়ে ইংরেজদের চাকরি খুঁজে ফিরে। কোন্ শিক্ষা আমাদের ভাগ্যে জোটেছে? লাঞ্চিত হওয়া ছাড়া, অপদস্থ হওয়া ছাড়া, কাফন-দাফন হীন লাশ ছাড়া, বন্দুকের গুলী ছাড়া আমাদের ভাগ্যে কি জোটেছে?

আমাদের কে বলা হয় মাদ্রাসা বন্ধ কর। আমরা বলি, এ মসজিদ গুলো বিগত দিনেও ইসলামের সংরক্ষণ করেছে, আজও করবে। ইসলামের বাতি যদি প্রজ্বলিত থাকে, তবে তা তাদের রক্তের দ্বারাই প্রজ্বলিত, তাদের সাহস-হিম্মত দ্বারাই প্রজ্বলিত। স্কুল-কলেজের অধিবাসীগণ তোমরা বল, প্রভুর কোন্ বিধানটি তোমরা জিন্দা করেছ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন্ সুন্নাতকে তোমরা পরিপূর্ণ করেছ? সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর কোন আদর্শটি তোমরা মান্য করেছ? যদি তোমরা আল্লাহর হুকুম কে জিন্দা করতে, তবে আমরা তোমাদের পা ধুয়ে পানি পান

করতাম। যদি তোমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত জিন্দা করতে, তবে আমরা তোমাদেরকে মাননীয় হিসেবে বরণ করে নিতাম। কিন্তু তোমরাতো অন্যদের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু করনি। তোমরা সেখানে গিয়ে শিক্ষা অর্জন কর। আর ফিরে এসে উলামাদের ওপর গুলি বর্ষণ কর। তোমরা সেখানের শিক্ষায় শিক্ষিত হও। আর উম্মতে মুসলিমার ইয্যত কে ইউরোপ আমেরিকার বাজারে বিক্রি কর। লন্ডনের অলি-গলিতে জাতিকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ কর। হাতে ব্রিফকেস নিয়ে ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় কর। বল আজ পুরো বাইতুল মুকাদ্দাস রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে। সে রক্তের ভেতর ছোট ছোট নিষ্পাপ বাচ্চারা ছটফট করছে। ফুলের ন্যায় তাদের এ লাশগুলো। মুসলমানদের মধ্য হতে কোন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে ডাকছে। কিন্তু কোথায় সে সাল্লাহুদ্দীন আইয়ুবী? ইউনুভার্সিটির বাসিন্দারা, কোথায় গেলে তোমরা? কোথায় গেলে হে বুদ্ধিজীবীরা? কোথায় গেলে হে বিবেকবানরা? ধিক্ তোমাদের বিবেকের ওপর। আমার মসজিদে আকসা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বাবরী মসজিদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বাচ্চাদের হত্যা করা হয়েছে। মা-দের কাপড়ের আঁচল টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়েছে। বোনদের পরনের পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গান গেয়ে ফিরছ।

আমার মুহতারাম বন্ধুগণ! দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যা নূরের দীপধার আপন ও পর সবার চরম অসহযোগিতার ভেতর দিয়েও স্বীয় মানযিল পানে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। আপন লোকেরা তো মাদ্রাসাকে ভিক্ষুক বানানোর হীন চেষ্টা করেছে। ব্যবসায়ীদের সিন্ধুকে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। দোকানে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মৌলভীরা ভিক্ষা চাইতে আসবে। আর এতে আমরা খুব খুশী যে, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত চেহরায় সাজিয়ে রেখে আমাদের সম্মুখে ঝুঁকে রয়েছে আর আমাদের উচ্চ মর্যাদা আর উচ্চাসন ভাগ্যে জোটেছে। আমরা দ্বীনের সংরক্ষণের খাতিরে এই আঘাতটুকু কে সহ্য করে নিয়েছি। আমাদের আকাবিরগণ ও এই আঘাত সহ্য করেছেন। তারা মাদ্রাসার চাটাইয়ে এসে বসেছেন আর বড় বড় পদগুলোকে লাথি মেরেছেন। তারা মাদ্রাসার হিফাযত ও তার উন্নতি করাকে স্বীয় মিশন ও মাকসাদ বানিয়েছেন।

দুনিয়াবাসীদের সম্মুখে যেতে হয়েছে তো এ অপমানটুকুও সহ্য করে নিয়েছেন, যেন দু-চারজন লোক এসেও কুরআনওয়ালা হয়ে যায়। দু-জন হলে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতওয়ালা হয়ে যায়। কোন সংবিধান, নিয়ম-নীতি তো তাদের নিকট ছিল। আমরা সে পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলছিলাম। অতঃপর প্রভুর মায়াবী দৃষ্টি এই ছাত্রদের ওপর পড়েছে আর আজ আল্লাহর মেহেরবানীতে এ ছাত্ররাই দুনিয়ার প্রচলিত রীতিকে পায়ের ওপর ফেলে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

অনেক লোক বলে থাকতো যে, তোমরা মৌলভী বানিয়ে এক অযথা কাজ করছ। এই মাদ্রাসায় পড়ুয়ারা তো কালেক্টারীর কাজেও লাগতে পারবেনা। আমি এর উত্তরে বলতাম-আমরা কালেক্টারীর কাজে লাগার জন্য সৃষ্টি হইনি। আজ মাদ্রাসায় পড়ুয়ারাই আমীরুল মোমেনীন হতে পেরেছে-ভবিষ্যতেও হবে। ইনশাআল্লাহ। এখন এ তুফান কে রুখার মত শক্তি কারো মাঝে নেই। কারণ, এ তুফান-যা কুফরের মুকাবেলায় এসে দাঁড়িয়েছে, এর পেছনে শুহাদাদের খুন রয়েছে। উলামায়ে কিরামের কুরবানী রয়েছে। দ্বীনের খাতিরে কুরবানী পেশ করার জন্য এ বাচ্চারাই ময়দানে আসে, তাই প্রভু কাউকে এমন শক্তি দেননি যে, সে এ তুফানের মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

লোকেরা বলেছিল, তারা মাদ্রাসায় তদন্ত করবে। আচ্ছা তারা মাদ্রাসায় কী তদন্ত করবে? তার স্থলে বরং নিজের ঘরের তল্লাশী করে দেখ, যে প্রভুর কত আদেশ লংঘন করে যাচ্ছ। নিজেদের অফিস সমূহ তল্লাশী করে বল, ইসলামের নামে কত অপকর্ম করা হয়। এখানে তোমরা কি শুন্‌তে চাও? এসব মাদ্রাসায় তো প্রত্যহ লাখ লাখ আয়াত পাঠ করা হয়। তোমরা কি সেগুলো শুন্‌তে চাও? এখানে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শোনানো হয়, যার সুগন্ধিতে এ পরিবেশ বিমূহিত হয়ে যায়। এখানে চাটাই রয়েছে। কত চাটাই তোমার গুনবে? এখানে অস্ত্রের স্তুপ পড়ে রয়নি। মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভেতরে অস্ত্র রেখে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের যে কুরআন পড়ানো হয়, সে কুরআন আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের অন্তরে, আমাদের বাহুতে এমন শক্তির সঞ্চার করে, যা দুনিয়ার সব ধরনের হাতিয়ারকে আমাদের সামনে বেকার করে দেয়।

আমরা শামেলির ময়দানেও সে হাতিয়ার গুলো নিয়ে এসেছিলাম। বালাকোটেও সে হাতিয়ার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আফগানিস্তানেও সে হাতিয়ার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদের এই হাতিয়ার তোমাদের বড়রা ও আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি এবং তোমরাও তা পারবে না। এ হাতিয়ার কুরআন মাজীদের সে আয়াত সমূহ, যা আমাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যা দুনিয়ার মহব্বত কে অন্তর থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। যা আমাদের মন-মস্তিষ্কে শাহাদাতের স্পৃহা বদ্ধমূল করে দেয়। এগুলো আল্লাহর সে মিষ্টি কথা, যা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অবেগ-আগ্রহ অন্তরে সৃষ্টি করে ছাড়ে। এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে হাদীস, যেগুলো শোনে আমাদের নিরস্ত্ররাও তোমাদের ট্যাংকের মুকাবেলায় বিজয়ী হয়ে যায়।

এই অস্ত্র আমাদের কাছ হতে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে? না, পারবে না। এ অস্ত্র নিজের কাছে রেখে দিবেন। আল্লাহর মহব্বতের অস্ত্র, গোনাহ পরিহার করার অস্ত্র, দুনিয়ার প্রতি ঘৃনার অস্ত্র, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার অস্ত্র, জিহাদে বের হয়ে ময়দানে লড়াই করার অস্ত্র, শাহাদাতের স্পৃহার অস্ত্র, সবচেয়ে বড় আল্লাহর সাথে মুলাকাতের অস্ত্র। এটা এমন এক অস্ত্র যা জালুতের সৈন্য-সামন্ত কে পরাভূত করে দিয়েছিল এবং আজকের জালুতও তার আঘাতেই নিঃচিহ্ন হবে। ইনশাআল্লাহ।

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা।

আপনারা যতদিন মাদ্রাসায় ছিলেন, নিরাপদ ছিলেন। এখন যে দুনিয়ার প্রতি আপনারা পা বাড়াচ্ছেন, সেখানে সব ধরনের ফেতনা বিদ্যমান রয়েছে, আমি আপনাদের কে জোর দাবী জানিয়ে বলছি যে, আপনারা দুনিয়ার যতবড় ব্যক্তিত্বই হয়ে যান না কেন, আপনারা বলবেন যে, মাদ্রাসার মত সুখী জীবন অন্য কোথাও আর নেই। এই শান্তি আর অন্য কোথাও নেই। এ প্রশান্তি থেকে অন্য সব স্থান শূন্য। কিন্তু আমরা পুরোটি জীবন তো আর মায়ের পেটে থাকতে পারবো না। এমনি ভাবে পুরো জীবন ও মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভেতরে থেকে কাটানো সম্ভব নয়। আমার

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও 'সুফ্‌ফা' কে ত্যাগ করেছিলেন। উহুদরে প্রান্তরে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। মুনাফিকদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য ময়দানে নেমেছিলেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাজারেও যেতে হয়েছিল। দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তাঁকে বিভিন্ন গোত্রের নিকটও যেতে হয়েছিল। তিনি সন্ধি করেছিলেন। তিনি দুনিয়ার মাঝে নিরাপত্তা স্থাপন করার জন্য এক সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে কাজগুলো বিগত দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন সে কাজ গুলো আজ আপনাদেরই করতে হবে।

দুনিয়া আপনাদের সামনে লাবণ্যময় চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে এই অভিশপ্ত দুনিয়ার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করবেন। দেখ! মায়েরা লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। দেখ! বোনেরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঈমান ছিনতাই হয়ে গেছে। তোমরাই বল, যদি কুরআন থেকে জিহাদের আয়াত সমূহকে তুলে দেয়া হয়, তবে কি কুরআন পরিপূর্ণ থাকবে? কখনো নয়। তবে মুসলমানদের জীবন হতে জিহাদ কিভাবে উঠে গেল? তবে আলেমের জীবন হতে জিহাদ কিভাবে সরে গেল? আমাদের মসজিদ সমূহ হতে জিহাদ কিভাবে দূরে চলে গেল? আমাদের মাদ্রাসা সমূহ হতে জিহাদ কেন দূরে চলে গেল। আল্লাহর শপথ! কুরআন মাজীদ জিহাদের আয়াত সমূহ ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ কুরআন হতে পারে না আর মুমিন জিহাদের স্পৃহা ব্যতিরেকে মুমিন হতে পারেনা। ঈমানওয়ালা হতে পারে না।

'ফরযে আইন' বলুন বা 'ফরযে কিফায়া' জিহাদে আসগর' অথবা 'জিহাদে আকবার' যাই বলুন, আমি আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উহুদের ময়দানে দন্ডায়মান দেখতে পাচ্ছি। আহতাবস্থায় তাঁর রক্ত মুবারক ঝরতে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খন্দকের প্রান্তরে নিজ হাতে খন্দক খনন করার সময় পেটে পাঁথর বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদরের ময়দানে যুদ্ধের সারিগুলো সুবিন্যাস্ত করতে দেখতে পাচ্ছি। আমিতো মক্কা বিজয়ের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারকে জঙ্গি টুপি দেখতে পাচ্ছি। আমি তো হুদায়বিয়ার প্রান্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি গাছের নীচে বসা

অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। চেহারা মুবারক লালবর্ণ। চক্ষুদ্বয় হতে ক্ষোভ ঠিকরে পড়ছে, কি হয়েছিল তাঁর? মাত্র একজন মুসলমান গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। তাকে ছাড়াতে হবে। বলে উঠলেন, আমার সাহাবারা! এসো মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করে নাও। আমিও মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করছি তোমরাও মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করে নাও। কি এক অপূর্ব দৃশ্য, মৃত্যুর ওপর বাইয়াত হচ্ছে। হাতে হাত রাখা আছে। এমতাবস্থায় আকাশ হতে ঘোষণা এল, আমার হাতও শামিল করে নাও। আমি তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে এমতাবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ)-কে লড়াইরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি তো ফারুকে আযম (রাযিঃ)-কে জিহাদরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি তো উসমান গণি (রাযিঃ)-কে জিহাদরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি আলী মুরতাযা (রাযিঃ)-কে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-মত নিরিহ ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখতে পাচ্ছি। আমি উবাই ইবনে কা'ব এর ন্যায় ক্বারীকে লড়াই করতে দেখতে পাচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর মত মুফাস্‌সির কে ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। মুআজ বিন জাবাল (রাযিঃ)-মত ফকীহ কে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি সাহাবাদের মাঝে উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-কে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো সাহাবায়ে কিরামের শ্রদ্ধার পাত্র আমর ইবনুল জামুহ এবং আরো অনান্য বৃদ্ধ সাহাবা ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের ন্যায় অন্ধ সাহাবীকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে পেয়েছি। আমি সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-কেও যুদ্ধের ময়দানে দেখেছি। আমি তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু শয্যায় মদীনা হতে জিহাদের কাফেলা রাওয়ানা হতে দেখতে পেয়েছি। আমি কুরআনে সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে তাওবা, সূরায়ে হাদীদ, সূরায়ে ফাতাহ দেখতে পেয়েছি। আমি 'আলে ইমরান' সূরায় জিহাদের আয়াত সমূহ পেয়েছি। আমি সূরায়ে নিসায় জিহাদের আয়াত সমূহ পেয়েছি। আমি কুরআনে মুজাহিদদের ঘোড়ার আলোচনা দেখতে পেয়েছি, এগুলোর পদধ্বনীর আলোচনা দেখতে

পেয়েছি। মুজাহিদের ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া, খিদে লাগা, পিপাসা লাগা, ইত্যাদির আলোচনা দেখেছি, মুজাহিদের সাথে আল্লাহর মহব্বত ভালবাসার আলোচনা দেখতে পেয়েছি। আমি ফিলিস্তিনের ছোট বাচ্চাদের শহীদ হতে দেখতে পেয়েছি। আমি পুরো পৃথিবীতে ইসলাম পরাজিত হতে দেখতে পাচ্ছি। আমার অন্য কিছু স্মরণ থাকেনা আমি শুধু এটাই বলি যে, প্রত্যেক মুসলমানকে মুজাহিদ হতে হবে। প্রত্যেক নওজোয়ানকে গাজী হতে হবে।

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা!

এহেন করুণ অবস্থায় তোমরা যদি দুনিয়ামুখী হয়ে পড়, তোমরা যদি চাকরী তালাশ করতে শুরু কর, তোমরা যদি নিজেদেরকে নোট গণনার মেশিন বানিয়ে নাও, তবে তোমরা এই কুরআনের নাফরমান হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যে কুরআন তোমাদের হাতে রয়েছে। এই কুরআন তোমাদের বলছে যে, রিজিকদাতা আল্লাহ। তিনি তোমাদের কে হালাল রিজিক দান করবেন। এ দুনিয়ার পেছনে দৌড়ানো তোমাদের কাজ নয়। যদি তোমরা এমতাবস্থায় যখন আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোন সামান্যতম ভূখন্ডে ও ইসলাম সংরক্ষিত নয়, আজ হিদায়া কিতাব নিয়ে এসো। কোথায় এই হিদায়ার বাস্তবায়ন? বুখারী খুলে দেখ কোথায় তার বাস্তবায়ন ক্ষেত্র? আজ মুসলিম সৈনিক মুসলমানদের ওপর গুলি চালাতে বাধ্য। এক সময় এমন ছিল যে, যখন কোন মুসলিম মেয়ের উড়না ছিনিয়ে নেয়া হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে মৃত্যুর সাথে সংঘর্ষ করার জন্য বেরিয়ে পড়তেন। আজ লাখ লাখ লাশের স্তূপ ফেলা হয়েছে, তবু এ পথে কেউ বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত নেই। কেউ নিজ পরিবেশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নেই। কেউ আল্লাহর জন্য জান দেয়ার জন্য তৈরী নেই। এমতাবস্থায় তোমরাও যদি কুরআন পড়ার পর দুনিয়া উপার্জন করতে চলে যাও, কুরআন বিক্রি করতে চলে যাও, তবে স্মরণ রেখো। এ কুরআনের পাকড়াও খুবই মর্মান্তিক। আল্লাহ তাআলা এ কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে ইয্যতও দিয়ে থাকেন يَرْفَعُ بِهِ أَقْوَامًا কিন্তু সাথে সাথে এটাও রয়েছে وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ অর্থাৎ ঃ অন্যদের কে এ কুরআনের মাধ্যমে লাঞ্চিত ও হেয় করে থাকেন'। رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَءُ الْقُرْآنَ يَلْعَنُهُ অর্থাৎ কুরআন

তার অনেক পাঠকারীদের ওপর লানত বর্ষণ করে থাকে। তোমরা পড়বে যা আল্লাহ বলছেন

وَمَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

এ আয়াত পড়বে আবার স্ব স্ব বাসস্থান কে জড়িয়ে ধরে রাখবে, তবে আল্লাহ তাআলা কি অভিশাপ পাঠাবেন না?

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা!

ইলেমের আঁচল ছেড়োনা। জিহাদের আঁচল ও ছেড়োনা তোমাদের ইলম জিহাদের মাধ্যমে পরিপক্ব হবে। আর তোমাদের জিহাদ ইলমের মাধ্যমে মজবুত হবে। যদি ইলমের সাথে জিহাদ না থাকে, তবে সে ইলম সন্নাসীত্বে পরিণত হয়ে যায়। আর যদি জিহাদের সাথে ইলম না থাকে, তবে সে জিহাদ ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আলেমের হাতে কলমও থাকতে হবে, তরবারীও থাকতে হবে। তবেই কলম ও তরবারী উভয়ের মান অক্ষুণ্ন থাকবে।

আজ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মস্‌নদ হতে উঠে যাচ্ছ। নিজেরা একটু ভেবে দেখএ সময় যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকতেন, তবে অবস্থা কি হত? কি অবস্থায় থাকতেন তিনি? নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে পবিত্র করে নাও। নিজেদের হাত গুলোকে পবিত্র করে নাও। সব ধরনের গোনাহের প্রতি তিন তালাকের অভিশাপ ছুড়ে তা থেকে ঘৃণা জন্মিয়ে নাও। মিটে যাবে তা তো ইসলামের জন্য, কেটে টুকরো টুকরো হবে, তা ও ইসলামের জন্য। বাঁচবে তো ইসলামের জন্য। মরবে তো ইসলামের জন্য। পদাঘাত কর এই দুনিয়ার প্রতি। এ দুনিয়া নাক ঘষে তোমাদের পায়ের উপর এসে পড়বে। কিন্তু জিহাদের পথ ছেড়োনা। ইলেমের পথ ছেড়ো না। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখবে। এর মাঝেই তোমাদের সফলতা। এর মাঝেই তোমাদের কামিয়াবী।

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা!

তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে। তোমরা যদি চাও, তবে এ দলাদলি আর বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে পারো। আফগানিস্তানে কত দল ছিল কিন্তু তালেবান আসার পর কয়টি বাকি আছে?

তোমরা তোমাদের ধ্যান-ধারণা এ ধরনের বানিয়ে নেবে না যে, নিজেদের আকাবিরদের মধ্য হতে কেউ কেউ তোমাদের কাছে ভাল লাগে আর কেউ কেউ তোমাদের কাছে খারাপ লাগে। এ ধরনের চশমা পরিধান করোনা। তোমরা এমন কোন মন-মানসিকতা রাখবে না যে, নিজেদের মধ্য হতে ত্যাগ-তিতিক্ষা শিকারকারী কিছু লোক তোমাদের কাছে ভাল আর কিছু তোমাদের কাছে মন্দ লাগে। নতুবা তোমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সাইয়্যিদেনা থানভী (রহঃ)ও আমাদের। সাইয়্যিদেনা মাদানী (রহঃ)ও আমাদের। এখানে অবস্থানকারী সমস্ত আকাবিরগণ ও আমাদের। বিননুরী টাউনওয়ালা, দারুল উলুমওয়ালা, ফারুকীয়াওয়ালা, এরা এখানের, ওরা সেখানের, এরা সীমান্ত এলাকার, এরা বেলুচিস্তানের, সবাই আমাদের আপন। আমরা যদি এই মহব্বতে সংঘবদ্ধ হয়ে যাই, তবে তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তোমরা এদের সকলের জন্য তোমাদের দিলকে উজাড় করে দাও। নিজেদের দৃষ্টি সবার জন্য সমান করে নাও। অতঃপর তালেবানদের শক্তি বড়দেরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বাধ্য করে দেবে (ইনশাআল্লাহ)। যদি এ পথে চলো, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের দ্বারা অনেক কাজ নেবেন।

সর্বশেষ কথা! আমরা দ্বীনের নামেই জীবিত থাকি। দ্বীনের মধ্যেই আমাদের ইয্যত। আল্লাহর ওয়াস্তে কখনো এ দ্বীনের সাথে অকৃতজ্ঞতা মূলক আচরণ করো না। কখনো যেন তোমাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাত না ছোটে। বলে দিবে

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

অর্থাৎ- আমি দুনিয়ার আহমকদের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত কে ছাড়তে পারিনা। নিজেদের ঘরে গিয়ে ইসলামের রঙ্গ ছড়িয়ে দেবে।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

"আল্লাহর রঙ্গ থেকে উত্তম কোন রঙ্গ নেই" ওয়াদা করে নাও প্রভুর সাথে। তিনি তোমাদের মদদগার হয়ে যাবেন। তিনি তোমাদের কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে যাবেন। অতঃপর তোমরা খুব আরামে দ্বীনের কাজ করতে থাকবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও তোমাদের ভয় পাবে এবং তার সৈন্যদের পাও তোমাদের ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (ইনশাআল্লাহ)

তোমরা এমন মানুষ হবে যাদের দ্বারা মুসলমানরা শান্তি উপভোগ করবে। আর কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। এই সূক্ষ বিষয়টিকে স্মরণ রাখবে, যে মুসলমানকে ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি ভয় পায়না, তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। এটা কুরআনের ফায়সালা। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আজ মানুষের দৃষ্টিতে আমরা তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। অনেক লোক আমাদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে যে, অমুক অমুক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমরা বলি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাদের নারাজ করেছি আর কিছু নয়।

توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہدے

یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لے ہے

যদি আজ আমাদের মা-বোনদের ইয্যত লুণ্ঠনকারীরা আমাদের কারণে অস্থির, তবে সেটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা দোআ করি যে, আল্লাহ তাদের আরো অস্থির করে তোলেন। আমাদের আপন লোকেরা আমাদের দ্বারা শান্তি অনুভব করেন। আর ইসলাম বিদ্বেষীরা অস্থির চিন্তাগ্রস্থ হয়ে থাকুক। কেননা, এটাই হল মুমিনের বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্টের কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ছিলেন।

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

আবার কোথাও বলা হয়েছে لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ 'যেন কাফের তাদের ভয় পায়'। তোমারা এমন হবে তো? (ইনশাআল্লাহ)। চেষ্টা করবে। মেহনত করবে। হিম্মত রাখবে, সাফল্য দান করার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং বিশেষ করে এ সমস্ত দ্বীনী মাদ্রাসা কে হেফাযত করুন। আল্লাহ তাআলা হক পন্থীদের আরো বেশী শক্তি-সামর্থ দান করুন। আহলে সুন্নাত ও জামাআতের যে আকীদা আল্লাহ তাআলা আমাদের দান করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

শাহাদাতের স্বাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (তাদের কাজ হল) তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে, হত্যা করবে ও নিহত হবে।

وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَدِدْتُّ اَنْ اُقْتَلَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اَحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ -

অর্থ- হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমার আকাংখ্যা এই যে, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করে দেয়া হোক। আবার আমাকে জীবিত করা হোক, আবার শহীদ করে দেয়া হোক। আবার জীবিত করা হোক, আবার শহীদ করে দেয়া হোক। আবার জীবিত করা হোক আবার শহীদ করে দেয়া হোক।

(সহীহ বুখারী পৃ ঃ ১০ খণ্ড - ১)

শাহাদাতের ফযীলত

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব "আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব" এ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী নামাযের পর দোআ করলেন

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِیْ اَفْضَلَ مَاتُؤْتِیْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ "

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সেই সর্বত্তোম বস্তু দান করুন, যা আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদের দান করে থাকেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর জিজ্ঞাসা করলেন এই দোআ পাঠকারী কে? এক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ দোআ করেছিলাম। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন

إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ

তাইতো এখন তোমার ঘোড়ার নলাগুলো কেটে দেয়া হবে এবং তুমি

শাহাদত বরণ করবে। (আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব পৃ ঃ ৪৫১ খণ্ড ২ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ)

এ হাদীস শরীফ থেকে এ কথা জানা গেল যে, বান্দাদেরকে যে সমস্ত বস্তু আল্লাহ তাআলা দান করে থাকেন, তার মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম বস্তু হচ্ছে শাহাদাত।

সাহাবী অনির্দিষ্ট দোআ করেছিলেন। শাহাদাতের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন,তার রক্ত ঝরানো হবে এবং তার ঘোড়াকেও হত্যা করে দেয়া হবে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ কোনটি? জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন

مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهٗ وَعُقِرَجَوَادُهٗ

অর্থাৎ ঃ সবচেয়ে উত্তম জিহাদ এটা যে, মানুষ আল্লাহর রাস্তায় লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করবে এবং তার ঘোড়ার পা গুলো কেটে দেয়া হবে। (সুনানে কুব্‌রা বায়হাকী পৃ ঃ ১৬৪ খণ্ড -৯)

অর্থাৎ ঃ নিজে ও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাবে এবং তার ঘোড়াকেও কতল করে দেয়া হবে। জান এবং মাল উভয়টি আল্লাহর পথে কুরবান হয়ে যাবে।

শাহাদাতের ফযীলত এর থেকেও জানা যায় যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাতের আকাংখ্যা করেছেন-

لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আমি চাই যে, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করে দেয়া হোক। অতঃপর আমাকে জীবন দান করা হোক। এ জন্য নয় যে, সে জীবন দুনিয়াতে কাটাবো বরং এজন্য যে, দ্বিতীয় বার আমি জিহাদে যাব এবং পুনরায় আমার শাহাদাত নসীব হবে। বার বার শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে থাকবো। সর্বশেষে শাহাদাতের নেয়ামত নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব।

দু'টি প্রিয় বস্তু

আল্লাহর রাস্তায় জান দেয়ার এই ফযীলত কেন? এর কারণ হল, আল্লাহ পাক মানুষকে দু'টি প্রিয় বস্তু দান করেছেন। একটি হল-জান। আর দ্বিতীয়টি হল–মাল। এ দু'টি বস্তুর প্রতি মানুষের ভালবাসা স্বভাবগত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العاديات)

অর্থাৎ ঃ মানুষ সম্পদের ভালবাসায় কঠোর। আর জানের মহব্বতের অবস্থা এই যে, সর্বদা মানুষ এই চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আমি সর্বদা জীবিত থাকবো। যেহেতু এ দু'টি বস্তু মানুষের খুব প্রিয়, তাই আল্লাহ তাআলা এগুলোকে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আর মুমিনের জান ও মাল এ জন্যই দামী যে, আল্লাহ তাআলা এগুলোর ক্রয়কারী। আল্লাহ তাআলা কোন মূল্যহীন বস্তু ক্রয় করেন না। প্রথমে তিনি এগুলোকে দামী বানিয়েছেন। অতঃপর ক্রয় করেছেন।

এই জান এবং মাল মূল্যবান হওয়ার জন্য একটিই শর্ত যে, এগুলোকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে।

জান মানুষের নিজের নয়। মালও মানুষের নিজের নয়। উভয়টিই আল্লাহর দানকৃত বস্তু। এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এগুলোকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করছেন। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহ।

কিন্তু এই ক্রয়-বিক্রয় দোকান অথবা বাজারে নয়, যুদ্ধের ময়দানে হয়ে থাকে, যেখানে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে থাক।

আর একথা নিশ্চিত নয় যে, যখনই আমরা লড়াই করবো, তখনই আমাদের জান চলে যাবে। হযরত খালেদ বিন অলীদ (রাযিঃ) দু'শর বেশী যুদ্ধ করেছেন এবং শরীরে প্রায় নব্বইটির মত তীর-তরবারীর আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু তার জীবন চলে যায়নি। তবে কি এ অবস্থায়ও তার ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেছে?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

"ওয়াদা সত্য" যে, যে কেউ তার জান, মাল আল্লাহর হাতে সোর্পদ করে দেবে, তার সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সে ব্যবসায় লাভ ই লাভ। তাতে লোকসানের কোন দিক নেই।

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

হত্যা কর এবং নিহত হও। জীবিত থাক অথবা শাহাদাত বরণ কর উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ পাক জান্নাতকে তোমাদের জন্য ওয়াযিব করে দিয়েছেন।

মানব জীবনের বাস্তব রূপ

জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই যে, তা কখন এবং কীভাবে বের হবে। এর দৃষ্টান্ত একটি বেলুনের ন্যায়, যার মধ্যে যখন হাওয়া ভরে দেয়া হয়,

তখন সেটি খুব মোটা-তাজা আর পুষ্ট মনে হয়। কিন্তু সামান্য একটা সূঁইয়ের খোঁচা লাগলে সাথে সাথে সমস্ত হাওয়া বের হয়ে যাবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তেমনি মানুষ ও নিজেকে বহু বড় ফেরাউন মনে করে। নিজের ইজ্জত-সম্মানকে বিরাট কিছু মনে করে। বড় বড় দাবী করে। কিন্তু যখন আজরাঈল (আঃ) এসে সামান্য একটা সূঁইয়ের খোঁচা মারে, সাথে সাথেই জীবনটা বের হয়ে যায়। তার পর সে এমন এক বস্তুতে পরিণত হয়, যাকে কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করার জন্যও প্রস্তুত নয়। অথচ একটু পূর্বে সবাই তাকে সম্মান করতো। এখন নিজ সন্তানও ভয়ে কাছে আসেনা যে, যদি আবার তার সাথে জড়িয়ে যায়!

বহু বিত্তশালী মারা গেছে। এখন ছেলে খুব পেরেশান যে, এখন কী করা যায়?দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে ছেলে না তাকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি জানে, না কাফন পারানোর নিয়ম জানে।

দৌড়ে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের নিকট বলল যে, আব্বু মারা গেছেন। দয়া করে তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করুন। আর ছেলে কাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর স্পর্শ করছে। হাত লাগানোটাও পছন্দ করছে না। এই হল– মানুষের বাস্তব অবস্থা যে, একটু আগে কত সম্মানী ব্যক্তি ছিল, সবাই তার ইজ্জত করত। আর এখন বলে যে, তার লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাও।

আগে সবাই সম্মানী ব্যক্তি মনে করে তাকে দাওয়াত করত। এখন তার লাশটিকে পাঁচ মিনিটের জন্যও কেউ নিজের ঘরে রাখতে রাযি নয়। এই ভেবে যে, হতে পারে আজরাঈল (আঃ) আমাদের ঘরের দরজা দেখে ফেলবেন এবং আগামী দিন আমাদের ঘরে এসে ঢুকবেন। কিন্তু এই জানটি যখন আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দেয়া হয়, তখন তা এত দামী হয়ে দাঁড়ায় যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর ক্রেতা হয়ে যান এবং মানুষের জান দেহ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তাকে জান্নাতের মহল দেখিয়ে দেন।

শহীদের মহল

হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

عَنْ سُمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اتيانِي فَصَعِدَابِيَ الشَّجَرَةَ وَاَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنُ مِنْهَا قَالَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارِ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

অর্থ ঃ হযরত সামূরা বিন জুনদুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, হুযূর

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি মে'রাজের রাতে দু'জন ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা আমার নিকট এসেছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে একটি গাছে আরোহণ করল। তারা আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করালো, যা দেখতে খুবই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী ছিল। এ ধরনের সুন্দর ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তারা বলল- এটি হল, শহীদের ঘর।

(সহীহ বুখারী পৃঃ ১৮৫ খণ্ড- ১)

আল্লাহ পাক তাকে পূর্ব থেকে তার মহল দেখিয়ে দেন। তাই তার রূহ খুব দ্রুত বের হয়ে যায়। এবং বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। স্বয়ং আল্লাহ পাক বিশেষ পদ্ধতিতে শহীদদের রূহ কবজ করেন। মানুষ স্বীয় জান আল্লাহকে দিয়ে কত উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়ে যায়!

সাধারণ মানুষের রূহ যখন বের হয়, তখন তার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কত ধরনের ইসালে সাওয়াব করা হয়। কিন্তু (শহীদের ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এর জানকে আমার সোর্পদ করে দাও। না কবরে তার কষ্ট হবে, না সাওয়াল-জাওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে।

ফেরেস্তা যখন কবরে প্রশ্ন করার জন্য আসবে, তখন বলা হবে, কী জানতে চাও, বল? ফেরেস্তা বলবে, তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোমার প্রভু কে? বলা হবে যে, সে তো নিজ খুনের মাধ্যমে স্বাক্ষ দিয়েছে যে, আমার প্রভু আল্লাহ।

আর কি জিজ্ঞেস করতে চাও? ফেরেস্তা বলবে, জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তোমার দ্বীন কী? বলা হবে যে, সে তো নিজের শরীর কাটিয়ে এ কথা বলে দিয়েছে যে, আমার দ্বীন ইসলাম।

আর কি জিজ্ঞেস করতে চাও? ফেরেস্তা বলবে, আল্লাহর নবীকে চেন তো?

বলা হবে যে, সে তো আল্লাহর নবীকে চিনেই স্বীয় খুন আল্লাহর রাস্তায় পেশ করেছে। তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করো না। একে ছেড়ে দাও। সে তো জীবিত মৃত নয়।

তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং হাশরের ময়দানে ও আল্লাহ তাআলা তার জন্য কোন হিসাব-কিতাব রাখেননি।

আমার ঈমানদার ভাই ও বন্ধুগণ! এই যে জান আমাদের দেহের ভেতর রয়েছে, এটার মালিক আল্লাহ। এই যে, মাল আমাদের পকেটে বা ঘরে বা ব্যাংকে অথবা দোকানে রয়েছে, এগুলো আমাদের নয়, আল্লাহ তাআলার। যদি এ দু'টি বস্তুকে আমরা আল্লাহকে দেয়ার নিয়ত করে

ফেলি, তবে জান সেটাই থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। মাল সেগুলোই থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাতে আয়ুর এক দিনও কমবে না। মালের মধ্য হতে এক পয়সাও কমবেনা। পক্ষান্তরে আমরা হয়ে যাব আল্লাহর আর আল্লাহর হয়ে যাবেন আমাদের। তারপর আমাদের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, ঘুম-জাগ্রত থাকা, এক একটি মুহূর্তের ওপর আল্লাহ তাআলা আমাদের নেকী দান করবেন। অতঃপর আমাদের চেয়ে উত্তম এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে উপবিষ্ট লোকদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। তিনি এক বৎসর হজ্ব করতে যেতেন। এক বৎসর হাদীস পড়াতেন। আরপূর্ণ একটি বৎসর জিহাদের জন্য বের হতেন এবং মানুষদেরকে খুব বেশী জিহাদের দাওয়াত দিতেন। তিনি কতিপয় বুযর্গদের দেখলেন যে, তারা বাগদাদে বসে রয়েছেন এবং জিহাদে বের হচ্ছেন না। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন -

أَيُّهَا النَّاسِكُ الَّذِىْ لَبِسَ الصُّوْفَ

فاواضحى يعدمن العباد

অর্থ ঃ হে পশমের কাপড় পরিধান করে নিজেকে আবেদ ও জাহেদ ধারণাকারী

اَلْزِمِ الثُّغُرَوَالتَّعَبُّدَ فِيْهِ
لَيْسَ بَغْدَادُ مَسْكَنُ الزُّهَّادِ

অর্থ ঃ চল জিহাদের মোচাঁর ভেতর, সেখানে গিয়ে সেজদা কর, ইবাদত কর, যেখানে দুশমনের পক্ষ থেকে তীর আসতে থাকে, তরবারী চলতে থাকে। বাগদাদ আবেদ ও জাহেদদের অবস্থান করার স্থান নয়।

إِنَّمَا الْبَغْدَادُ لِلْمُلُوْكِ مَحَلٌّ
وَمُنَاخٌ لِلْقَارِى الصَّيَّادِ

বাগদাদ সে তো বাদশা এবং ঐ সমস্ত লোকদের আবাস, যারা দ্বীনের

নামে মানুষদের লুটে-পুটে খায় এবং স্বীয় দ্বীন বিক্রি করে মানুষ থেকে কিছু উপার্জন করে।

আল্লাহর নবী তো আট বৎসরে সাতাইশ বার যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন। আর তোমরা দাবী করছ যে, তোমরা সুন্নাতের অনুস্বারী। অথচ একটি বারের জন্যও তোমরা জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত নও। এই বুঝি তোমাদের বুর্যুগি!

জিহাদে পাহারাদারী করার ফযীলত

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) দুই হাজার ছয় শত মাইল রাস্তা পদব্রজে সফর করে তরসূস এলাকায় পৌছে ছিলেন। যেখানে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ চলছিল। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড শীতের। রাত ছিল অন্ধকার। সে অন্ধকার রাতে কড়া শীতের ভেতর হাতে তরবারী নিয়ে তিনি মুজাহিদীনদের পাহারা দিতে লাগলেন।

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া কত বড় ফযীলতের বিষয়। হাদীস শরীফে হযরত সাআদ বিন সাআদ আস-সায়েদী হতে বর্ণিত আছে-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

অর্থ ঃ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহর রাস্তায় এক দিন পাহারা দেয়া, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী পৃ ঃ ৪০৫ খণ্ড -১)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে

سَاعَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةً -

অর্থ ঃ কিছুক্ষণ সময় আল্লাহর রাস্তায় লাগানো পঞ্চাশটি হজ্ব করা থেকেও উত্তম। (কানজুল উম্মাল পৃঃ ২১৭ খণ্ড ৪)

কোন ব্যক্তি যদি হাতে অস্ত্র নিয়ে এক দিন আল্লাহর রাস্তায় ইসলামী সীমান্ত এলাকায় পাহারাদারী করে, তবে সে ইসলামী রাষ্টে যত পাখী রয়েছে আর সে পাখীর গায়ে যত পশম রয়েছে, সে পশম পরিমাণ আল্লাহ পাক তাকে নেকী দান করবেন।

আর যখন কোন মুসলমান একদিন যুদ্ধের ময়দানে পাহারাদারী করে, তখন এর সুবাধে যত লোক নামায পড়ে, হজ্ব করে, আল্লাহর যিকির করে, দ্বীনের অন্যান্য কাজ করে, এদের সবার নেকী সে পায়।

হযরত আনাস (রাযিঃ)– বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাহারাদারীর প্রতিদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন -

مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا مِنْ وَّرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ لَهٗ اَجْرُ مَنْ خَلْفِهٖ مِمَّنْ صَامَ وَصَلّٰى -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এক রাত্র মুসলমানদের হেফাযতের উদ্দেশ্যে পাহারা দিল, তখন তার জন্য তার পাহারা দেয়ার সুবাধে নামাযী ও রোযাদারদের সাওয়াব রয়েছে। (আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব পৃঃ ৬৮ খণ্ড-২)

এভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে এবং হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ)ও মাআরফুল কুরআনে লিখিছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ নির্মাণ করে মারা যায়, সে ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত সাওয়াব পেতে থাকে, যতক্ষণ মসজিদ বিদ্যমান থাকে।

কোন ব্যক্তি যদি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, এটা ও তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে, যতক্ষণ মাদ্রাসা চালু থাকে। কিন্তু যখন মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়, তার সাওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি যদি কুপ খনন করে, যতক্ষণ লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হতে থাকে, ততক্ষণ তার সাওয়াব হতে থাকে। যখন বন্ধ হয়ে যায়, সাওয়াব ও বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দানে কোন সীমান্তে পাহারাদারী করেছে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক তার সাওয়াব জারী রাখবেন। কেননা, সে দ্বীনের হেফাজত করেছে। সুতরাং যত দিন দ্বীন দুনিয়াতে বাকী থাকবে, ততদিন সে সাওয়াবও পেতে থাকবে। আর দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। তাই তার সাওয়াবও কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন পৃঃ ৪৭৫ খণ্ড-২)

এ কথাটি কয়েকখানা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে পুরোপুরি তাহক্বীক্বের সাথে লিখেছেন। তাই তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের ন্যায় বুযুর্গ আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী করেছেন এবং জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন।

মাটি ও খুন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখা রয়েছে যে, তাঁর অধিকাংশ ছাত্র মুজাহিদ ছিলেন। উস্তাদ যখন মুজাহিদ, তাঁর ছাত্ররাতো অবশ্যই মুজাহিদ হবেন। তিনি যখন তাঁর ছাত্রদের জিহাদের হাদীস শোনাতেন, তখন ছাত্ররা অস্থির হয়ে পড়তো এবং সাথে সাথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তো।

তার এক ছাত্র বললেন, আমরা জিহাদের ময়দানে দন্ডায়মান ছিলাম। এমতাবস্থায় শত্রুর সারি হতে একব্যক্তি বের হয়ে এসে ঘোষণা করল, "আছে কি কেউ মুকাবেলা করার মত?" আমাদের পক্ষ হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলেন, যার মুখে নেকাব লাগানো ছিল। অল্পক্ষণ মুকাবেলা করার পরেই তিনি সে কাফেরকে হত্যা করে ফেললেন।

অতঃপর অন্য একজন কাফের বের হয়ে এলো। মুসলমানদের পক্ষ হতে দ্বিতীয় বার এ ব্যক্তিই বের হয়ে এলেন এবং এ কাফের কেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয় আরেকজন কাফের হুংকার ছুড়ে মুকাবেলার জন্য বের হয়ে এলো। তৃতীয় বারও এ ব্যক্তিই মুকাবেলার জন্য বের হয়ে এলেন। প্রচন্ড লড়াইয়ের পর সে কাফেরকেও মাটি ও খুনে একাকার করে দিলেন। তখন সমস্ত লোক দৌড়ে আসতে শুরু করল যে, কে এ বীর বাহাদুর? কিন্তু সে ব্যক্তি মুখের ওপর নেকাব দিয়ে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছে।

তখন আমি পিছন দিক থেকে কাপড়ে টান মেরে মুখের নেকাব সরিয়ে দিলাম। তখন কী এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেলাম। তিনি যে, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক" তিনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, তুমি তো আমাকে লাঞ্চিত করতে চাও।

তাঁর জীবনীতে এসেছে, তাঁকে জিহাদের ময়দানে সবার আগে দেখা যেত। আর যখন গণীমতের মাল বন্টন করার সময় হত, তখন তিনি লুকিয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, যে আল্লাহর জন্য আমি জিহাদ করেছি, তাঁর কাছে থেকে গণীমতের মাল অর্জন করবো?

কত প্রিয় মুসকী হাসি

একবার কেউ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করে ছিলেন যে, আপনাকে সব সময় চিন্তিত মনে হয়। কখনো আপনার চেহারায় অনন্দের ভাব দেখা যায় না। এর কারণ কী? উত্তরে তিনি এই হৃদয় বিদারক পংক্তিগুলো পাঠ করেছিলেন-

كيف القرار وكيف يهدء مسلم + والمسلمات مع العدو المعتد ۔

অর্থাৎ ঃ কীভাবে আমি শান্ত ও স্থির হব, যখন আমাদের মুসলিম নারীরা কাফেরদের হাতে বন্দিনী?

والضاربات خدودهن برنته + والداعيات نبيهن محمد

অর্থাৎ ঃ আর যখন তাদের ইয্যত লুণ্ঠন করা হয়, তখন তারা নিজেদের হাত মুখ মন্ডলে মেরে মেরে ক্রন্দন করতে থাকে আর নিজেদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্মরণ করতে থাকে যে, যদি তিনি থাকতেন, তবে এই জুলুম হতে পারতো না।

القائلات اذا حزين فضيحة + جحدار لمقالته ليتنا لم نولد

অর্থাৎ ঃ যখন তাদের ইয্যতের ওপর কেউ হাত উঠায়, তখন তারা বলতে থাকে, হায়! যদি আমাদের সৃষ্টি না হত, আমরা যদি জন্মই না নিতাম। আজ আমাদের ইয্যতের ওপর কাফেররা হাত তুলছে।

ক্ষমা বা মাগফিরাত

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র বলেন যে, আমি স্বপ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে দেখতে পেয়েছি। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক! শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন মাগ্ফিরাত দান করেছেন, যার পর শুধু মাগ্ফিরাত আর মাগ্ফিরাত। আমি বললাম, কোন্ আমলের দরুণ আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাগফিরাত দান করেছেন? তিনি বললেন, সেই আমল, যা আমি করেছিলাম। অর্থাৎ- জিহাদ ফী সাবীল্লিল্লাহ।

শহীদের মর্যাদা

আলোচনা চলছিল শাহাদাতের ওপর। আল্লাহপাক আমাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এখন যদি আমরা নিজেদের জান এবং মাল আল্লাহকে দেয়ার জন্য রাযি হয়ে যাই, তবে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি পুরস্কার দান করবেন। এর মধ্য হতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল এই শাহাদাতের মৃত্যু।

বন্ধুগণ! এই শাহাদাতের মৃত্যু সবার ভাগ্যে জোটে না। এই নেয়ামত সৌভাগ্যশীলদের ভাগ্যেই জোটে। আমাদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আমরা দুনিয়ার কাদায় ধসে যাচ্ছি। দুনিয়ার সাথেই আমরা

আকড়ে পড়েছি। যেমন তিন দিনের অনাহারী ব্যক্তি দস্তরখানের উপর হামলে পড়ে। যদি তাকে দস্তরখান হতে সরিয়ে দেয়া হয়। তবু সে উঠতে চায়না। আমরাও দুনিয়া ছাড়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিনা। এর প্রতিই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ফেলেছি। যখন ফেরেস্তা রূহ নেয়ার জন্য আসে, তখন আমাদের রূহ দুনিয়া ত্যাগ করতে রাজি হয় না। নীচের দিকে আসতে থাকে আর ফেরেস্তা উপরের দিকে টানতে থাকে। এই টানা-হেঁচড়ার ভিতর দিয়ে জান বের হতে খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

কিন্তু শহীদের বিষয়টি একেবারে ব্যতিক্রম। যেমন-এক ব্যক্তি এমন এক দস্তরখানে বসে আছে যার উপর সামান্য কিছু খাবার রাখা আছে, ডাল, রুটি ইত্যাদি। তাকে যদি বলা হয় যে, অন্য একটি দস্তরখানে আস যার উপর উন্নতমানের খাবার রয়েছে, ফল-ফলাদী রয়েছে। তখন এ ব্যক্তি আনন্দের সাথে দৌড়ে সে দস্তরখানের দিকে ছুটে যাবে।

শহীদও ঠিক এভাবে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে আখেরাতের জন্য। তবে সে একা যাবেনা-সাথে নিজের বংশের লোকদের নিয়ে যাবে। শহীদ যার ব্যাপারে ইংগিত করবে আল্লাহ পাক তাকে ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এই শাহাদাত এতই উচ্চ সম্মানের বিষয় যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার এর আকাংখ্যা করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর জন্য দোআ করেছেন। হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) দোআ করতেন-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ - হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাহে শাহাদাত নসীব করুন।

শহীদদের পুরুস্কার

শহীদদের জন্য আল্লাহ তাআলা কয়েকটি পুরুস্কার বরাদ্দ রেখেছেন। এক হাদীসে এসেছে, যখন মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে বের হয়ে আসে, তখন হুরগণ বলে, হে আল্লাহ! আমাদের কে প্রথম আসমানে যাওয়ার অনুমতি দিন, যেন আমরা তাকে দেখতে পারি।

এভাবে তারা প্রথম আসমানে এসে বসে পড়ে। যখন মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়, তখন হুর দোআ করে, হে আল্লাহ! তাকে যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তা দান করুন। তাকে আরো আগে বাড়িয়ে দিন। যখন

মুজাহিদ একটু পিছনে হটে আসে, তখন হুর আড়াল হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা হুরদেরকে ভীরুদের জন্য নয়, বীর বাহাদুরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতঃপর আবার মুজাহিদের ভেতরে স্পৃহা আসে, সে পুনরায় ময়দানের দিকে আগ্রসর হতে থাকে। যখন সে লড়তে লড়তে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন হুরগণ বলে-হে আল্লাহ আমাদেরকে যমীনে অবতরণ করার অনুমতি প্রদান করুন, যেন আমরা তার ইস্তেকবাল করতে পারি। আল্লাহ পাক হুরদের অনুমতি দিয়ে দেন। তারা তীব্র গতিতে যমীনে নেমে এসে আহত মুজাহিদের মাথা নিজের কোলে তুলে নেয়। সে হুর যদি নিজের একটি আঙ্গুল দুনিয়ায় প্রকাশ করে দেয়, তবে সূর্যের আলো তার কারণে ম্লান হয়ে যাবে। তারা খুবই সুন্দরী। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট। লাবণ্যময় চেহারা। এই পাক-পবিত্র হুরদের কে আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত নওজোয়ানদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যারা তার রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে।

অতঃপর শহীদের মাথা তাদের কোলে রেখে তার চেহারা থেকে ধুলা-বালি পরিস্কার করে এবং বলে- اَللّٰهُمَّ عَفِّرْ مَنْ عَفَّرَهٗ

হে আল্লাহ! যে আমার মুজাহিদকে ধুলামলিন করেছে তুমি তাকে ধুলামলিন কর। তারপর ফিরেস্তারা আসে। কেউ বলে, আমি তাদের রূহ কবজ করব। অন্যারা বলে, আমরা তাদের রূহ কবজ করবো।

আল্লাহ তাআলা বলেন- জান দিল আমর জন্য, আর রূহ কবজ করবে তোমরা, এটা কিভাবে হতে পারে? এর রূহ আমি নিজেই কবজ করবো।

আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহে বিশেষ পদ্ধতিতে তার রূহ কবজ করবেন। যে কারণে তার কোন কষ্ট হবে না। মানুষ মনে করে মুজাহিদ গোলার আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। তাই মনে হয় অনেক কষ্ট হয়েছে। আসলে বাস্তব অবস্থা তা নয়। হাদীসে এসেছে -

اَخْرَجَ اللّٰهُ لَهٗ جَسَدًا ـ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তাআলা তার জন্য অন্য আরেকটি দেহ তৈরী করেন। এদিক থেকে রূহ বের হয়ে অপর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে যায় এবং দেখে পিছনের লোকগুলো কী করছে।

সুনানে কুবরা বায়হাকীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে-হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন

اَلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةِ ـ

অর্থাৎ ঃ শহীদ রূহ বের হওয়ার সময় শুধু এতটুকু কষ্ট অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ের ব্যথা অনুভব করে। (সুনানে কুবরা বায়হাকী পৃঃ১৬৪ খণ্ড ৯)

স্বপ্ন

একবার আমি নিজে স্বপ্নে দেখেছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদাত দান করেছেন। আমার সাথীরা কাঁদছিল। যখন দেহ থেকে রূহ বিছিন্ন হয়ে গেল, তখন এমন প্রশান্তি অনুভব হয়েছিল, এমন তৃপ্তি পেয়েছিলাম, যা আমি আজো অনুভব করছি। জীবনে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এত তৃপ্তি ও স্বাদ আমি পাইনি। শাহাদাত এতই স্বাদের বস্তু যে, তা মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না।

শহীদদের ঘটনাবলী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সিররী বিন ইয়াহিয়া থেকে আর তিনি সাবেতুল বুনানী থেকে বর্ণনা করেন যে, এক যুবক অনেক দিন যাবত যুদ্ধ করছিল। সে সব সময় শাহাদাতের আশায় মত্ত ছিল। কিন্তু শাহাদাত তার ভাগ্যে জোটছিলনা।

এক দিন তার অন্তরে এ কথার উদ্রেক হল যে, ঘরে ফিরে গিয়ে বিবাহ-শাদী করে ফেলব যখন শাহাদাত থেকে বঞ্চিতই হলাম, তাই কিছু দিনের জন্য ঘরে চলে যাব এবং বিবাহ করে নেব।

দুপুর বেলা সে তার তাঁবুতে শোয়া ছিল। তার সাথীরা তাকে জোহরের নামায পড়ার জন্য জাগাল। তখন সে এমন ভাবে কাঁদতে আরম্ভ করল, যা দেখে তার সাথীরা ভয় পেয়ে গেল। এই ভেবে যে, হতে পারে সে কোন বিপদে পড়েছে। যুবক বলল, আমি কোন কষ্টে পড়েনি। আমি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আমার নিকট এক ব্যক্তি এসেছিল সে আমাকে বলল, চল তোমার রূপসী হুরের নিকট। আমি তার সাথে চলতে লাগলাম। সে আমাকে এক চাক-চিক্যময় পরিস্কার যমীনে নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে এমন একটি বাগানে নিয়ে যাওয়া হল, যার চেয়ে সুন্দর ও মনোরম বাগান আমি কখনো দেখিনি।

আমি সে বাগানে এমন দশজন সুন্দরী মেয়ে দেখলাম, যাদের মতো সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। আমি ভাবলাম,হয়ত সুন্দরী হুর তাদের মধ্যেই রয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম- তোমাদের মাঝে কি সুন্দরী হুর রয়েছে? তারা উত্তর দিল যে, সুন্দরী হুর তো আরো সামনে,

আমরা হলাম তার সেবিকা। আমি আমার সাথীর সঙ্গে সামনে এগিয়ে চল্লাম। তারপর এমন এক চমৎকার বাগানে প্রবেশ করলাম, যা পূর্বের বাগান থেকেও বেশী চমৎকার এবং তা ছিল সৌন্দর্যপূর্ণ ও সুরভীত। এ বাগানে আমি বর্ণনাতীত সুন্দরী বিশ জন মেয়ে দেখতে পাই, যারা প্রথম দশ জনের তুলনায় বেশী সুন্দরী। আমি মনে মনে বললাম, এদের মধ্যে তো নিশ্চয় সুন্দরী হুর থাকবেই। আমি তাদের কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মাঝে কী সুন্দরী হুর আছে? তারা উত্তর দিল-সে তো আরো সামনে। আমরা তার চাকরানী ও খাদেমা। অতঃপর আমি একটি চমৎকার বাগানে অবর্ণনীয় সুন্দরী মেয়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, কিন্তু সুন্দরী হুর তাদের মাঝে ও ছিল না। লাল রঙ্গের ইয়াকুত পাথর দ্বারা তৈরী একটি মহলের নিকট পৌঁছলাম, যার আশ-পাশ খুবই আলোকিত ছিল আমার সাথী আমাকে বলল, এতে প্রবেশ কর। আমি প্রবেশ করলাম। এই মহলের অন্দরে এমন এক মহিলা উপবিষ্ট ছিল, যার চমক ইয়াকুতের মহলের চেয়েও বেশী। আমি কিছু সময় তার সাথে বসে আলাপ করলাম। আমার সাথী বলল- উঠ, চল। আমি আমার সাথীর কথা না মেনে পার ছিলাম না। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েটি আমার চাদর টেনে ধরল এবং বলল, আজ ইফতার আমাদের সাথে করো।

এ মুহূর্তেই আপনারা আমাকে জাগিয়ে দিলেন। তাই আমি কাঁদ ছিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন- সামান্য একটু পরেই যুদ্ধের ঘোষণা হল। সে নওজোয়ানও নিজের ঘোড়ার ওপর সাওয়াব হয়ে দুশমনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এভাবে চলতে চলতে মুআয্যিন মাগরীবের আযানের জন্য আল্লাহ আকবার বললেন আর এদিকে সে নওজোয়ানের শরীরে তীর বিদ্ধ হল এবং সে শহীদ হয়ে গেল ও জান্নাতে গিয়ে সুন্দরী হুরের সঙ্গে ইফতার করল। (কিতাবুল জিহাদ পৃ ঃ ১৪৪ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক)

এযুগে ও আল্লাহ পাক এ ধরনের ঘটনা দেখিয়েছেন, যা সাহাবা (রাযিঃ) এবং তাদের পরবর্তী বুযুর্গদের পবিত্র যুগে সংঘটিত হয়েছিল।

"মাবসূতে সারাখসী" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে জিহাদের জন্য বের হয়ে ছিলেন। তিনি মুজাহিদদের অসীয়ত করেছিলেন যে, যখন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে, আমার জানাযা কে সৈনিকদের সাথে যুদ্ধের ময়দানের দিকে যতটুকু সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা যখন জিজ্ঞেস করবেন

আবু আইয়ুব! তুমি রাসূলের মেজবান ছিলে। বল! আল্লাহর রাস্তায় তুমি কি পেশ করেছ?

তখন আমি বলব -হে আল্লাহ! যখন জীবিত ছিলাম তখনো তোমার রাস্তায় জিহাদ করতে ছিলাম। আর যখন মৃত্যু বরণ করেছি, তখনো মুজাহিদদের সাথে আমার লাশ (তোমার রাস্তায়) গমণ করেছিল। এভাবে রাস্তায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। তার জানাযা সৈনিকদের সাথে নিয়ে যাওয়া হল। সামনে নেয়ার পর রোমীদের এক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হল। সকাল বেলা বস্তির সমস্ত লোক মুজাহিদদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল যে, এ কবরটি কার? আমরা বল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজবান, রাসূলের একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) এর কবর।

তারা বলল, আমরা রাতভর দেখেছি যে, কবর থেকে এক আলো বের হয়, যা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসে। পুরো রাত এ অবস্থা চলছিল। এ অবস্থা দেখে আমাদের অন্তরে ইসলামের সত্যতার প্রকাশ ঘটল। তাই এখন আপনারা সাক্ষী থাকুন

نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

বস্তির সবাই মুসলমান হয়ে গেল।

এ যুগেও আল্লাহ পাক এধরনের অনেক অনেক ঘটনা দেখিয়েছেন। আফগানিস্তানের জালালাবাদ এলাকায় দু'জন আরব মুজাহিদ সউদ বাহরীও আব্দুল ওয়াহহাব কে যখন শাহাদাতের পর দাফন করা হয়েছিল, তখন বস্তির লোকেরা মুজাহিদদের নিকট এসে বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা রাত এগারটার সময় এই কবরগুলো থেকে একটি আলোকরশ্মি উঠতে দেখেছি, যা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসতো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আরব হযরতরা এ ধরনের ঘটনা বিশ্বাস করতেন না। তারা বললেন যে, এটা কী ভাবে হতে পারে যে, কবর থেকে আলো বের হবে!

তাই তাঁরা রাত্রে কবরগুলোকে পাহারা দিতে লাগলেন। এভাবে এগারটার দিকে পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে পড়ল এবং কবর থেকে আলো বের হয়ে কখনো ওপরের দিকে উঠছিল আবার কখনো নীচের দিকে নামছিল। এ ঘটনা তাঁরা সবাই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং পরে তাঁরা এ ঘটনা কে কসম খেয়ে বর্ণনা করতেন।

* এভাবে একজন মুজাহিদ স্বপ্নে দেখল যে, এক মেয়ে তাকে বলছে-ইনশাআল্লাহ আগামী কাল সাক্ষাত হবে। কেননা, আল্লাহ পাক আমাকে তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দেখ গেল যে, দ্বিতীয় দিন তার গায়ে গুলি লাগল এবং সে শহীদ হয়ে জান্নাতে হুরদের নিকট পৌঁছে গেল।

আফগানিস্তানের জিহাদে এ ধরনের একটি নয় বরং হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্য হতে কিছু কিছু বিভিন্ন কিতাবের বক্ষে সংরক্ষিত আছে। এই শেষ যুগে ও আল্লাহ তাআলা নিজের সাহায্যের এ ধরনের কিছু ঘটনা দেখিয়েছেন। তাই তো এ যুগেও মানুষ এত বড় কুরবানী পেশ করেছেন।

* এই আফগানিস্তানের যুদ্ধে এক মুজাহিদের পা বারুদের সুড়ঙ্গের ওপর এসে পড়লে তার পায়ের নলা কেটে যায়। মুজাহিদগণ নিজেদের পাগড়ী খুলে তার পা বাঁধলেন। অবস্থা খুব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। পায়ের নলী হতে পানি বের হতে শুরু হল। সব মুজাহিদ চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু আহত মুজাহিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিলেন।

তার তিন সন্তান ও স্ত্রী জীবিত ছিল। মুজাহিদগণ বলল, কিছু অসীয়ত করে যান। কেননা, এ সময় মানুষের বিবি-বাচ্চাদের কথা স্মরণ এসে থাকে।

কিন্তু সে মুচকি হাসি দিয়ে বলল– বন্ধুরা! আমার অসীয়ত হল এই যে, জিহাদ কখনো ছেড়ো না। মুজাহিদটি আহত ও ব্যথিত। পায়ের নলী কেটে গেছে। খুন ঝরছে। কিন্তু সে মুচকি হাসি হাসছে। সে আনন্দিত এবং এই অসীয়ত করছে যে, জিহাদ কখনো ত্যাগ করো না।

জানা নেই আল্লাহ পাক তাকে কী দেখিয়েছিলেন। যার ফলে সে হাসতে হাসতে শহীদ হয়ে গেল এবং শাহাদাতের স্বাদ অবলোকনকারীদের অন্তরে বসিয়ে গেল।

* আমাদের মুজাহিদ ভাই আখতার মাহমুদ , যার সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে। গারদেজ এলাকায় প্রচন্ত শীত পড়ছিল ও তুষার বর্ষিত হচ্ছিল। তিনি রাত্রে গোসল করতে লাগলেন। সাথীরা নিষেধ করল যে, আখতার! এত প্রচণ্ড ঠান্ডার ভেতর গোসল করো না। সে বলল আগামী কাল আমার বিবাহ হতে যাচ্ছে। তাই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সাথীরা বিস্মিত হল যে, যুদ্ধের ময়দানে বিবাহ হবে কেমন করে? সকাল

বেলা যখন গাড়ীতে বসে মুজাহিদগণ দুশমনের দিকে গারদেজের অগ্রভাগের মোর্চার মধ্যে যাচ্ছিল, তখন এক সাথী অপর সাথীকে বলছিল যে, যদি আপনার শাহাদাত নসীব হয়, তবে কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন।

অতঃপর সবাই আখতারকে বলল, যদি আপনি শহীদ হয়ে যান, তবে নিশ্চয় আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

আখতার বলল, আমি তার জন্য সুপারিশ করব, যে এই ওয়াদা করবে যে, পুরো জীবনে কখনো জিহাদ ত্যাগ করবে না।

এভাবে দুশমনের কয়েকটি মোর্চা বিজয় করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল। আমার খুব সখ ছিল যে, আখতার ভাইকে স্বপ্নে দেখব। কিন্তু সে খাহেশ তখনও পূরণ হয়নি।

যখন আমি তার শাহাদাতের স্থান গরদেজে গেলাম, আমাদের গাড়ী দুশমনদের মোর্চার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম হচ্ছিল। মুজাহিদ ড্রাইবার বলল-মাওলানা সাহেব! কালেমা পড়ে নিন। হতে পারে গোলা লাগবে আর আমরা শহীদ হয়ে যাব। আমি বল্লাম, আলহামদুলিল্লাহ! এবং লাগাতার কালেমা পড়তে রইলাম। যখন দুশমনদের একেবারে নিকটবর্তী মোর্চায় রাত কাটালাম, তখন আলহামদুলিল্লাহ সেহরীর সময় রাতের দুই ঘন্টা বাকী থাকতে স্বপ্নে আখতারের সাথে সাক্ষাত হল এবং তাকে খুবই ভাল অবস্থায় পেলাম।

(ভাই আখতার মাহমুদ কে শাহাদাতের পর মোর্চার পেছনে নেয়া হয়েছিল। তখন তাঁর চেহারায় রক্ত মাখানো ছিল। সংকলক রুমাল দিয়ে সে রক্ত সাফ করেছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে রুমাল থেকে সুঘ্রান আসছিল।) (সংকলক)

* জালালাবাদে এক আরব মুজাহিদের গায়ে গুলি লাগলে সে আহত হয়ে গেল। সে খুব জোরে জোরে ডাকতে শুরু করল। সবাই একত্রিত হয়ে গেল।

সে বলল, হাত উঠাও, দোআ কর। আল্লাহ তাআলা যেন সবাইকে সে মৃত্যু দান করেন, যা এমুহূর্তে আমাকে দান করছেন। জানা নেই আল্লাহ তাকে কী দেখিয়ে ছিলেন যে, সে সবার জন্য সে দোআ-ই করছিল।

এই দোআ করে মুচকি হাসতে হাসতে সে শাহাদাতের সুধা পান করল।

সব শহীদই দুনিয়া থেকে মুচকি হাসতে হাসতে বিদায় নেয়।

فشان مرد مومن با تو گویم + چوں مرگ آید تبسم برلب اوست ـ

মুমিনের নির্দশন হল এই যে, যখন সে মৃত্যুবরণ করে, তখন তার চেহারায় মুচকি হাসি ছড়িয়ে থাকে।

মুফতী আবু উবায়দা কে শাহাদাতের তিন দিন পর দাফন করা হয়েছে। খুব বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। লোকেরা যখন কবরের ভেতরে তাকাত, তখন এমন হত যেন, চেহারা থেকে আলোর কিরণ ছড়াচ্ছিল।

আফগানীরা বলে যে, দশ বছরের ভেতর আমরা এত নূরানী চেহারা দেখিনি। এ ধরনের পুরস্কার ও ইয্যত শহীদদেরই দান করা হয়ে থাকে। দুনিয়া থেকে যার কল্পনাও করা যায়না।

শায়েখ ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রহঃ)

اٰيَةُ الرَّحْمٰنِ فِيْ جِهَادِ الْاَفْغَانِ ـ

নামে এক খানা কিতাব লিখেছেন। যার মধ্যে আফগান ও আরব মুজাহিদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী লিখা হয়েছে, যা ঈমানের সতেজতা ও শাহাদাতের স্বাদকে অন্তরে উদ্বেলিত করে দেয়। আজ আমাদের অন্তর থেকে শাহাদাতের স্পৃহা দূর হয়েছে, যার ফলে কোন মুসলমান না জিহাদের ময়দানে আসে, না জিহাদী জীবন অবলম্বন করে।

অগ্নি স্ফুলিংগ

আমাদের এই উদাসীনতার কারণে কাফেররা বসনিয়ার এক লক্ষের ও বেশী মুসলমানকে হত্যা করেছে। কাশ্মীরের হাজার হাজার লোক কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মুসলমান নিজের জীবন থেকে নৈরাশ হয়ে পড়েছে।

আফগানিস্তানের ষোল লক্ষ মুসলমান নিজের রক্তের নাযরানা পেশ করেছে। স্থানে স্থানে হত্যা, লুণ্ঠন, আগ্নিদাহ ও খুনের স্ফুলিংগ ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা-মেলা সবার সামনে মা-বোনদের ইয্যত লুণ্ঠিত হচ্ছে। এরপরেও আমাদের জিহাদ বোঝে আসে না। কারণ, আমরা শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর।

কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগত থেকে শ্রেষ্ঠ, তিনি বার বার শাহাদাতের আকাংখ্যা করতেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরেও শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করে আমাদেরকে শাহাদাতের স্বাদ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিন (আমীন)

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ ـ

তালেবে ইলমদের গৌরবময় জীবন

মাওলানা মাসউদ আযহার

সম্মানিত মেহমান বৃন্দ, উলামায়ে কিরাম ও প্রিয় তালেবে ইলম ভাইয়েরা! ভাওয়ালপুরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান 'জামিয়া মাদানীয়া'এর সুযোগ্য উলামায়ে কিরামের সম্মুখে কিছু বলাটা বে-আদবী মনে হচ্ছে। তবে তাঁদের আদেশেই নিজের তালেবে ইলম ভাইদের নিকট কিছু বিষয় পেশ করতে চাই। হতে পারে, আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা আজও কোন আবেগ প্রবন বক্তব্য শোনার মেজায নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট কোন ধরনের জোশ ছাড়াই সে কথা বলতে চাই, যা শোনে তোমাদের একটু হুঁশ এসে যাবে। আমি সর্বপ্রথম মুবারক বাদ জানাই ঐ সমস্ত ভাইদের কে, যারা পরীক্ষায় ভালস্থান অধিকার করেছে এবং পুরস্কার লাভ করেছে। জীবনের নয়টি বছর আমিও এই গলি-পথ গুলো দিয়ে পার হয়ে এসেছি। আমার আমলেও এ ধরনের অনুষ্ঠান হত। আর অন্তর ধড়পড় করতে থাকত যে, এক্ষুণি ফলাফল ঘোষণা করা হবে। না জানি কি ফল সামনে আসে। তবে আল্লাহর শোকরিয়া যে, তোমাদের দোআয় আমি বহু পুরস্কার পেয়েছি। অনেক কিতাব পেয়েছি। এটা আল্লাহ তাআলার দয়া, মেহেরবানী ও তাঁর বিশেষ রহমত ছিল। জীবনে অর্থাৎ, নিজের এই সামান্য বয়সে আমি বহু উত্থান-পতন দেখেছি। কিন্তু ছাত্র জীবনের সে সময়টিকে কখনো ভুলিনি, না কখনো তা ভুলতে পারি।

গ্রেপ্তার হওয়ার রাতে আমি জীবনের এক নতুন দৃশ্য দেখেছিলাম। কোথায় সে করাচীর পরিবেশ, যেখানে মানুষ আমাকে জুতো সোজা করে পরিয়ে দিত। একবার এক বিবাহের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। কয়েকজন সাথী-বন্ধু সঙ্গে ছিল। আমার জুতার ওপর একটু ময়লা লেগেছিল। আমার সাথীরা যারা বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিল-তাদের এতটুকু বিষয় সহ্য হয়নি। তিন-চার জন সাথী ঝুঁকে সে ময়লাটুকু পরিস্কার করতে শুরু করল। আর সে এক দিন যখন আমাকে শ্রীনগরের নিকট অনন্তনাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সে রাতে এমন কোন জুতা ছিল না, যা আমার মাথায় পড়েনি। এই সম্মান এই অপমান খুবই ক্ষণস্থায়ী বস্তু। যারা এগুলোকে কিছু মনে করতে শুরু করে, তারাই পেরেশান অস্থির হয়ে থাকে। আমাদের বুযুর্গরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজেকে এসব জুতা সোজাকারীদের মাঝে দেখে কিছু মনে করতে শুরু করোনা। যমীনে থাকবে। নিজরে মাথাকে নিজের ঘাড়ের ওপরেই রাখবে। কখনো এমনটি না হয় যেন যে, মানুষের সম্মানপ্রদর্শন দেখে ভাবতে থাক যে, 'আমি কিছু

হয়ে গেছি'। একথা গুলো বাস্তবেই সত্য ছিল। কাল পর্যন্ত জুতা সোজা হচ্ছিল, এর কয়েক দিন পরেই সে জুতা মুখ ও মাথার ওপর পড়তে আরম্ভ করল।

এক পুলিশ অফিসার আমাকে শুইয়ে নিয়ে চেহারার ওপর দাঁড়িয়ে অবিরাম ভাবে তার বুট জুতা দিয়ে চেহারা পদদলিত করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা উভয় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়েছেন। তো.......এ রাতটি ছিল খুবই বিস্ময়কর। দুশমনরা হাসছিল। অট্টহাসিতে মত্ত ছিল। আমি 'জয় হিন্দ' এবং 'জয় ভারত মাতা' শ্লোগান শোনতে ছিলাম। আমার অন্তর চুর্ন-বিচুর্ন হতে লাগল। সে রাতে যদি আমার কিছু স্মরণ এসে থাকে, তবে সেই ছাত্র জীবনের সোনালী দিনগুলোই স্মরণ আসছিল। এই ছাত্র জীবনের নয়টি বৎসর জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কাজ দিচ্ছিল। প্রতিটি মনযিলে স্মরণ আসছিল। আমার স্মরণ আছে-জামিয়া ইসলামিয়া বিন্‌নুরী টাউনের মসজিদের খালী বিছানায় মুতালাআ ও তাকরার করতে করতে রাত একটা-দু'টার দিকে ঘুম এসে যেত এবং এই ঠান্ডা বিছানায় সে শান্তি অনুভব হত, যা কোন ফাইভ ষ্টার হোটেলের গদীর মধ্যে নেই। ছাত্র জীবনে আল্লাহ তাআলার যে রহমতও যে মেহেরবানী সামনে আসত, এর কারণে আমার স্মরণ আছে যে, কয়েকবার কাবা শরীফে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। মসজিদে নববীর রিয়াযুল জান্নাতে বসার তাওফীক হয়েছে। তখন অন্তর থেকে একটাই দোআ আসতো যে, হে আল্লাহ! "ছাত্র জীবনের সে অবস্থা দ্বিতীয়বার আবার ফিরিয়ে দিন"। আল্লাহর শপথ! গোনাহের কল্পনাও মাথায় আসতো না। যেন জান্নাতী পরিবেশের এক অধিবাসী। কিতাব ছাড়া, মুতালাআ এবং তাকরার ছাড়া, শায়খের বাতানো অযীফা ছাড়া, আসাতিযায়ে কিরামের আদব ও তাদের খেদমত ছাড়া অন্য কোন বস্তুর কল্পনা মাথায় আসতো না। আসাতিযায়ে কিরাম ছাত্র জামানায় যে কথা বলেছিলেন, সবগুলোর অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং বুঝে এসে গেছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে মুবারক সময় আর হতে পারে না।

যখন সবে মাত্র শৈশবে পদার্পন করেছিলাম, তখন মুহতারাম উস্তাদ বলেছিলেন যে, মহিলাদের ওপর যেন দৃষ্টি না পড়ে। যদি তোমার দৃষ্টি কোন বে-পর্দা মহিলার ওপর পড়ে যায়, তখন যদি তুমি তোমার মাথা ঝুঁকিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার শরীরে এমন এক মেশিন লাগিয়ে দেবেন যে, ভবিষ্যতে যখনই দৃষ্টি পড়বে তোমার গর্দান এমনিতেই

ঘুরে যাবে। তখন 'মালাবুদ্দা মিন্‌হু' পড়তাম। বয়স ছিল বার-তের বছর। আমি আশ্চাযান্বিত ছিলাম যে, উস্তাদ কোন্ মেশিনের কথা বলছেন। সে সময় এটা বুঝতাম না যে, মহিলা কি বস্তু এবং এটা ও বুঝতাম না যে, এ কে পরিহার করার মধ্যে কি নেকী ও সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বড় হলাম, তখন উস্তাদের কথা বাস্তব রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বাস্তবেই আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন যে, এই করাচীর শহর যেখানে প্রত্যেক গাড়ীর দিকে তাকাবে তো দেখতে পাবে, মেম সাহেব গাড়ী ড্রাইভিং করছে। রাস্তায় তাকাবে তো কাউকে কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি নিয়ে চলতে দেখবে। আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণী ছিল, শুধু মালিকের দয়া ও অনুগ্রহ ছিল যে, বাস্তবেই গর্দান ফিরে যেত। চক্ষুদয় নাপাক হতো না। সে চোখ, যা কুরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়ছিল, তার জন্য শোভাপায়না যে, সে নাপাক হবে। সে কদম, যা ইলেমের পথে চলে, তার জন্য মানায় না যে, সে কুপ্রবৃত্তি ও গোনাহের পথে চলবে। যে হাদীস সকালে পড়তাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার বাস্তবচিত্র সামনে এসে যেত।

আমি হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ শিখিয়েছেন, যখন কোন বিপদ আসবে, কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন এ দোআ পড়ে নেবে "اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ" তখন আল্লাহ দুনিয়াতে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন। উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন যে, যখন আমি এ দোআ শিখে ছিলাম, তখন আমার বুঝে আসছিল না যে, আমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তার চেয়ে উত্তম স্বামী আর কাকে পাব? যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। ছিলেন মুজাহিদ ও জিহাদের ময়দানের অশ্বারোহী। তবে আমি হাদীসের উপর পূর্ণ আস্থার সঙ্গে এ দোআ পড়েছিলাম। কিছু দিন পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার স্বামীতে পরিণত হয়ে গেলেন। আমি এই হাদীস পড়েছি। মন চাইত যে, হে আল্লাহ! কোন বস্তু যেন হারিয়ে যায়, কোন কিছু যেন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে হয়ে যায়, তাহলে হাদীসের ফল ভোগ করতে পারবো। একবার গায়ে আঁতর মাখছিলাম, শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেল। খুব আনন্দ লেগেছে এবং খুব দ্রুত দোআ পড়ে নিলাম। দু'ঘন্টা অতিক্রম হতেই এক ব্যক্তি এসে বলল, ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম আর আপনার জন্য আট শিশি আঁতর নিয়ে এসেছি। আট শিশি আঁতর আমি নিজে গুনে ছিলাম।

এটি তো একটি সাধারণ ঘটনা। হযরত মুফতী আহমাদুর রহমান (নাঃ মাঃ) বলতেন, উলামায়ে দেওবন্দ। দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য একথা মনজুর করিয়ে নিয়েছেন যে, যদি তারা ইখলাসের সঙ্গে দ্বীনের খেদমত করে, তবে আল্লাহ তাদের কে রিযিকের মুখাপেক্ষী করবেন না। তিনি বলেছেন যে, মাওলানা ইয়াকুব নানুতুভী (রহঃ)-একজন সাহেবে হাল বুযুর্গ ছিলেন। একবার বসা অবস্থায় তার হাল শুরু হয়ে গেল। বলতে লাগলেন-মনজুর করিয়ে ছেড়েছি, মনজুর করিয়েই ছেড়েছি। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, হযরত! কি মনজুর করিয়ে ছেড়েছেন? বার বার অনুরোধের পর বললেন, তিন দিন থেকে দোআ করছিলাম–"হে আল্লাহ! দেওবন্দের মাদ্রাসায় যে তালেবে ইলম পড়বে, অতঃপর দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকবে, তুমি তাকে রিযিকের মুখাপেক্ষী করোনা।" আমাদের উস্তাদগণ আমাদের অন্তরে একথা বসিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা রিযিকের মুখাপেক্ষী হবে না। তোমাদের কাজ দুনিয়ার রুটি কামানো নয়। তোমাদের কাজ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দ্বীনের খেদমত করা। সেটা উস্তাদদের জবানের গুন্ ও প্রভাব ছিল, রিযিকের চিন্তা অন্তর থেকে এমন ভাবে বের হয়ে গিয়েছিল যে, আজ পর্যন্ত তা আর ফিরে আসেনি। ভিতরগত অবস্থাতো তিনিই ভাল জানেন। বাহ্যিকভাবে এত রিযিক দান করেছেন যে, বড় বড় লোকেরা আঙ্গুল কামড়ে বলে যে, দেখ। এখন সংগঠন তৈরী করেছে। তাই ডবল সেড গাড়ী পেয়েছে। একটি নয়। দুটি গাড়ী। অনেক বেচারা বুকে হাত রেখে বসে যায়। কারো কারো বুক মালিশ করতে হয়। বলে যে, মাওলানার পকেটে দু'টি মুবাইল টেলিফোন। মাওলার নিকট দু'টি ডবল সেড কালো রংয়ের গাড়ী। আর প্রতি গাড়ীর মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা। আর বাড়ীটিও খুব বড়। আমি বলি, আমার আল্লাহ জানেন যে, তিনি দ্বীনের খেদমতের উপকরণ যুগিয়ে দিয়েছেন। তবে এটি আমাদের আকাবির এবং বুযুর্গদের বাণী। আল্লাহ সাক্ষী, আমরা হারাম পয়সা ও জিহাদের টাকাকে শোকরের গোশতের চেয়ে বেশী হারাম মনে করি এবং কোন ভাবেই এটাকে বৈধ মনে করিনা যে, শহীদ এবং মুজাহিদীনদের টাকা দিয়ে নিজের জন্য গাড়ী কিনব। নিজের বাড়ী কিনব। নিজের জন্য মুবাইল ক্রয় করবো। কিন্তু আল্লাহর দরজাকে কেউ বন্ধ করতে পারবেনা। ছোট কালে ছাত্র জামানায় এক বুযুর্গের নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে বল্লেন, বেটা! দ্বীনের খেদমত করবে

এবং এই আয়াত কে স্মরণ রাখবে وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহর নিকট একটি খাযানা নয়। বহু খাযানা। যখন খাযানা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমার রুজির ব্যবস্থাও তিনি করবেন। তুমি পাগল পারা হয়ে দ্বীনের খেদমত করতে থাকবে। মুফতী আহমাদুর রহমান সাহেব একথাগুলো বলছিলেন। আমরা ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরে একথাগুলো শোনছিলাম এবং অন্তরে মজবুতির সঙ্গে বসে গিয়েছিল যে, উস্তাদজী মিথ্যা বলতে পারেন না। উস্তাদজী সত্য বলছেন। বাস্তবেই দেওবন্দী মাদ্রাসার যে তালেবে ইলম নিজের মাথার ওপর দ্বীনের খেদমতের বোঝা উঠিয়ে নেবে, তার রিযিকের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হয়ে যাবেন। রিযিক দেয়া আল্লাহর কাজ। এর পেছনে দৌঁড়ানো আমাদের কাজ নয়। এটা আল্লাহ তাআলা নিজ জিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। আমাদের পরওয়ারদেগার তো খুবই দয়ালু বড়ই হিম্মতওয়ালা। যখন তিনি নিজের অস্বীকারকারীদের অনাহারে মারেন না। তবে কি তিনি আমাদেরকে অনাহারে মারবেন? তিনি কি আমাদের ওপর তার রিযিকের পথ বন্ধ করে দিবেন? আমি বলি যে, দ্বীনের খেদমতে দৃঢ় হও লোকেরা আঙ্গুল কামড়িয়ে বলবে এ বস্তু আসলো কোত্থেকে? উপকরণ ব্যবহার করবো আমরা, আর পেরেশান হবে অন্য লোকেরা। আমরা অস্থিরতা থেকে মুক্ত। রিযিকের কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত। আমার আল্লাহ বলেন-আমার বান্দাহ স্বীয় দ্বীনের কাজে নিজেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত রেখেছে। আমি তাকে দুনিয়ার রুটির জন্য কেন ক্লান্ত-শ্রান্ত করবো?

মোল্লা উমর মুজাহিদ একজন তালেবে ইলম, যার জন্য তিনি আজ আইডিয়েলের পদমর্যাদার অধিকারী। আমাদের প্রত্যেককেই মোল্লা উমর হতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই মোল্লা উমরের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলতে হবে। নিজের ভেতরে মোল্লা উমরের ন্যায় অমুখাপেক্ষীতার মন-মেজায সৃষ্টি করতে হবে। কাল পর্যন্ত যার চক্ষু যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে, যিনি নিজের ঘরে শুকনো রুটি খেয়েছিলেন, আজ সমস্ত পৃথিবী তার সামনে অবনত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কফি আনান বলে, জাতিসংঘের কর্তৃত্ব সবার ওপরেই চলে কিন্তু মোল্লা উমরের ওপর চলেনা। বড় বড় অপশক্তি ও বিদ্রোহীরা বলে যে আমাদের সবাইকে বাঁকা করে ছাড়ে, মোল্লা উমরের কিছু করতে পারেনা। আমি বলি-আল্লাহর শপথ! মাদ্রাসার চাটায়ের মধ্যে এমনই প্রভাব রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর ওপর সঠিক ভাবে বসে যায়, তাকে কেউ পদানত করতে পারেনা। তবে এটি আমাদের

দুর্বলতা যে, আমরা এই চাটায়ের মুল্যায়ন করা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা এর কদর করতে ভুলে গেছি। নতুবা আল্লাহর নিকট এর বহু মূল্য রয়েছে। কেউ বলেছিল যে, মাদ্রাসাওয়ালারা ছাত্রদেরকে বেকার করে দিয়েছে। সেলোয়ার গুলো টাখনোর ওপরে, মাথায় টুপি, কোন অফিসের কালেক্টারীতেও লাগেনা। আমি বলি, হ্যাঁ! আমরা কালেক্টারীর পদে নিয়োযিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি। আজ আমাদের মাদ্রাসা পড়ুয়া লোক আমীরুল মুমিনীন পদে নিয়োযিত হয়েছেন। কাকে কাকে বাধা দিয়ে রাখবে? থানায় যাবে? সৈনিকদের কাছে যাবে? আর্মির চীফ মোল্লা এবং কমান্ডারও মোল্লা। যদি যাও আদালতে, তবে জজও মৌলভী। যদি যাও থানার ভেতর, তবে দেখতে পাবে যে, এস.পি থেকে নিয়ে নীচ পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বশীল মৌলভী। যদি যাও ব্যবসা-বাণিজ্যের ময়দানে তবে সেখানের নেতৃত্বদানকারীরাও মৌলভী। সব দিকে শুধু মৌলভী আর মৌলভী দেখা যাচ্ছে। যাদেরকে তোমরা স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেতে। অমুক মৌলভী কে মেরে ফেল। অমুক মৌলভীর ওপর কমান্ডো লেলিয়ে দাও। এখন কাকে রুখবে? আফগানিস্তানের মাদ্‌রাসায় বর্তমানে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মৌলভী তৈরী হচ্ছে। আর যা তৈরী হয়েছে, সেগুলোই তোমরা কন্ট্রোল করতে পারছনা। অন্যদের কিভাবে কন্ট্রোল করবে?

আফসোস। মৌলভীরা নিজেরা এই চাটাইয়ের মূল্য বোঝেনা। বেচারা বসে বসে আক্ষেপের সাথে দেখে টাইট প্যান্ট পরা লোকদের এই যে, টেডি যাচ্ছে। তোমরা এ সমস্ত টেডিদের দেখে কেন পেরেশান হচ্ছো? তাদের কে দেখে তোমাদের ঐ দোআ পড়া উচিত যা কোন মসীবতগ্রস্থ লোকদের দেখে পড়া হয়।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا"

এই ফুলের মত নিষ্পাপ বাচ্চাদের তারা আজ প্যান্টের ভেতর ঢুকিয়ে তার গলায় ইংরেজদের গোলামীর বেড়ী পরিয়ে দিয়েছে। তাদের মাতা-পিতা তাদেরকে কামাই উপার্জনের হাতিয়ার মনে করে। তাদেরকে দুনিয়ার গোলাম বানাচ্ছে। তারা আগামী দিন সুদ খাবে, মদ পান করবে, সিনেমায় গিয়ে ডেন্স করবে। তারা আগামী দিন নিজের মা বোনদের নাচাবে। সিনেমায় ডোকার জন্য বাহিরে লাইন ধরে দাঁড়াবে। তাঁরা কোন

এন, জি, ও মধ্যস্থতায় ইহুদীদের বেতন ভোগ করবে। তারা আমেরিকাকে নিজের খোদা হিসেবে মেনে নেবে। পক্ষান্তরে তোমরা এমন দ্বীন শিখছ, যার মধ্যে তোমাদের নাচ, ডেন্স থেকে পরিত্রান মিলবে। লজ্জা-শরম সৃষ্টি হবে। ইযযত পাবে, সম্মান পাবে। তোমাদের কোন সিনেমা হলের বাহিরে লাইন লাগানোর প্রয়োজন হবে না। তোমরাতো হবে মসজিদ আবাদকারী।

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা!

নিজেদের চাটাইয়ের মূল্য দিতে শেখ। এই চাটাই যমীনের ওপর বিছানো। আর এর আলোচনা হয়ে থাকে আরশে। যে চাটাইয়ে বসে তোমরা পড়া-শোনা কর, সে চাটাইকে ফেরেস্তারা নিজেদের বেস্টনিতে নিয়ে নেয়। এই সমস্ত মানুষদের দেখে তোমরা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যাও। তোমাদের টুপি পেছনের দিকে চলে যায়। কখনো কখনো দাঁড়ি গুলো ভেতরের দিকে নিতে চেষ্টা কর। আল্লাহর শপথ। এই দাড়ির কী মূল্য বোঝতে চেষ্টা কর। এই টুপি ও পাগড়ীর মূল্য কী জানতে চেষ্টা কর। তখন মরে যাবে, কিন্তু পাগড়ী শির থেকে আলাদা হবে না। মরে যাবে দাঁড়ি চেহারা থেকে ভেতরে লুকাবেনা কারণ, আল্লাহ তাআলা এসমস্ত বস্তুকে এমন সম্মান দান করেছেন যে, এগুলো ছাড়া বেঁচে থাকাই অসম্ভব। আজ দুনিয়া তার সম্মানের কথা স্বীকার করেছে। বড় সুদর্শন লোকেরা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে যে, যদি একটু সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে যেত। গুরত্বপূর্ণ জামাতের ছাত্ররাও অপেক্ষমান থাকে। মোল্লা উমর বলেন যে, আমার কাছে সময় নেই। এখন চলে যাও। যখন আমি ইন্ডিয়া ছিলাম, একটি খবর শোনে খুশিতে অন্তর যেন ফেটে যায় যায় অবস্থা, মুক্তির পূর্বে এ রকম খুশীর সংবাদ আর শুনিনি। প্রধান মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ী, লুঙ্গিওয়ালা, ধুতিওয়ালা, গরুর পেশাব পানকারী এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং মুশরিক নিজেদের জাতিদের সুসংবাদ শোনাচ্ছে যে, ছিনতাই কৃত বিমানের অবস্থা কঠোর ধারণ করেছে। জাতি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। অথচ আমরা তো নির্দোষ। আমাদের তিন দিন থেকে মোল্লা উমরের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল না।

আহ! পৃথিবীর কত বৃহৎ জনশক্তি। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত জনশক্তি হওয়ার ওপর অহংকারকারীরা। তোমরা তো তিন দিনে আমাদের মোল্লা উমরের সাথে যোগাযোগই করতে পারনি। তোমরা কখন সে পায়ের ধুলা

পর্যন্ত পৌঁছবে? আর কোন দিন তোমরা তার পায়ের কাছে পৌঁছতে পারবে? বলছিল যে, এখন আরব আমিরাতের সাথীরা কিছু একটা সম্পর্কের ভাব সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে বিমানের বিষয়টি সমাধানে পৌঁছতে পারে। চলো! আরাবীরা তোমাদের তো কাজে এসেছে। সারাদিন সেখানে নারীদের সাপ্লাই কর। সারাদিন আরাবীদের কে অপকর্মের সরাঞ্জামাদী যুগিয়ে দাও যেন কখনো তারা তোমাদের কাজে এসে যায়। তাই তো এই বিমানের বিষয়ে তারা মোল্লা উমরের সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছেন।

সাথীরা, তালেবে ইলমরা! একটু ভেবে দেখ, শেষ পর্যন্ত আমাদের এসব মাদ্রাসা থেকে মোল্লা উমর কেন দাড়াচ্ছেনা। বহু খারাপী আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। এক খারাপী হল এই যে, আমরা দৃঢ় সংকল্প নেই। দ্বিতীয় খারাপী হল, আমরা হীনম্মন্যতার শিকার। তৃতীয় খারাপী হল, আমরা একে অপরে প্রতি হিংসায় লিপ্ত। একে অপরের ক্ষতির চিন্তায় নিমগ্ন। এই তিন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেক তালেবে ইলম এ চিন্তা করবে যে, আল্লাহ আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। ঐ কুরআন যার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে "لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ ....مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ" এত বড় কিতাবের ইলম আমার বক্ষে রয়েছে। হে আমার প্রভূ! আমি এই কিতাবের সম্মানের হক আদায় করবো। যদি প্রত্যেক তালেবে ইলম দৃঢ় সংকল্প করে নেয় যে, আমি মোল্লা উমর হবো, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে মোল্লা উমর হওয়া থেকে রুখতে পারবে না। কিন্তু কীভাবে সংকল্প করবে? ভয় হয় যে, চাঁদা দেবে কে? টাকা-পয়সা আসবে কোত্থেকে। অমুকের তো সম্পর্ক ছিল। তার গাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের তো কেউ গাধাও দিবে না। তবে আমরা কাজ করবো কীভাবে? যে কাজ আল্লাহর জিম্মায়, তা নিয়ে আমরা ভাবতে থাকি। প্রথম থেকেই কম হিম্মতের শিকার হয়ে যাই। সরাঞ্জামাদী যোগানো আমাদের কাজ, না কি আল্লাহর কাজ? গাড়ী, হেলীকপ্টার, মিজাইলের ব্যবস্থা করা আল্লাহর কাজ, নাকী আমাদের কাজ? আমাদের দ্বারা কাজ নেয়া আল্লাহর কাজ, না কী আমাদের কাজ? আমাদের কাজ তো ছিল নিয়ত করা, ইস্পাত কঠিন সংকল্প করা। আমাদের মধ্য হতে সকলের একথা বলা যে, পুরো দুনিয়ার কুফরের সঙ্গে আমি একাই লড়বো।

তাইতো আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে

বলেছিলেন-

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَاتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

দৃঢ় সংকল্প করবে তো? কোন কিছু কে ভয় পাবেনা।

اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ

এসব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরো পৃথিবীই আমাদের। না কোন পাসপোর্টের প্রয়োজন আছে, না কোন ভিসার প্রয়োজন রয়েছে। এই চেহারার দাঁড়ি, এই মাথার টুপিও পাগড়ি, এগুলোই আমাদের পাসপোর্ট, এগুলোই আমাদের ভিসা। দুনিয়ার সকল বর্ডার আমরা ক্রস করতে পারব। দুনিয়ার প্রত্যেক অপশক্তির সাথে আমরা লড়তে সক্ষম, কারণ, দুনিয়াবাসী আমাদেরকে যার ভয় দেখায়, আমরা তার জন্য পাগল পারা। দুনিয়াবাসী আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখায় আর আমরা মৃত্যুর অপেক্ষায় এপাশ ওপাশ করতে থাকি। যদি কঠিন সংকল্প করে নাও, তবে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। সম্মানিত ব্যক্তি নিচু কাজ করে না। যে আল্লাহর হয়ে যায়, সে মাটির বস্তুর ওপর মরতে পারেনা। সে নিজে নিজেকে আল্লাহর সোপর্দ করে দেয়, তার গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তার নিকট সময়ই থাকে না যে, সে নিজেকে গোনাহের মধ্যে জড়িয়ে ধ্বংস করবে এবং গোনাহের পেছনে কুকুরের ন্যায় দৌড়াবে। সে তো এক মাত্র আল্লাহর হয়ে যায়। স্বীয় কিতাবের হক আদায় করে। এক একটি শব্দকে বোঝার চেষ্টা করে। স্বীয় উস্তাদগণের মূল্যায়ন করতে জানে। ইলমের নূর স্বীয় বক্ষে ধারণ করে। এর চর্চা নিজের জবানে চালু করে এবং ইলমকে নিজের উড়না ও বিছানা বানিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে হে আল্লাহ! কখন আমার এই ইলম পূর্ণতা লাভ করবে? আর কখন এর নূরের কিরণ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে?

একটি গোপন কথা বলছি। শুধু এজন্য যে, জীবনের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। হতে পারে অন্য কেউ এ ব্যবস্থাপত্রকে যাচাই করে নিতেপারে। আমার ভেতরে আল্লাহ তাআলা উস্তাদদের বরকতে এ পাগলামী ঢেলে দিয়েছিলেন যে, দ্বীনের কাজ করব। মাদ্রাসায় পড়াবো। এটাও অনেক বড় কাজ। কোন খানকায় গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবো। এটাও অনেক বড় কাজ। তাবলীগ জামাতের বিছানা-পত্র উঠাবো। এটাও অনেক বড় কাজ। যুদ্ধের ময়দানের হাতিয়ার উঠাবো, এটাও অনেক উচু

পর্যায়ের কাজ। সব দিক থেকে ঐ সময়েই প্রস্তাব আসতে থাকে **যখন** আমি মাত্র মেশকাত শরীফে হাত দিয়েছি। মাদ্রাসাওয়া**লা** বলেছেন–আমাদের এখানে পড়াতে হবে। তাবলীগী জামাতওয়ালারা প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন এ কথা বলে যে, আরাবীদের তরজমানী করার জন্য আপনার ওপর বুযুর্গদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। মুজাহিদগণও আশে-পাশে ঘুরতে শুরু করেছেন। আমি বল্লাম, হে আমার মালিক! নিজেকে তোমার হাতে সফে দিলাম। জানিনা কোন দিকে গলতি হয়ে যায়। জানিনা কোন দিকে পা পিছলে যায়। কাবা শরীফে মুলতাজামকে জড়িয়ে ধরে পুরো একটি মাস দোআ করেছি হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনের কাজ করতে চাই। যে পথে তোমার পছন্দ হয়, সে পথেই আমাকে নিয়ে নাও। তালেবে ইলমরা এ দোআ কে নিজের আমলে পরিণত করে নিবে। প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর নিকট বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার দ্বীনের খেদমত করতে চাই। যে পথে তোমার পছন্দ হয়, সে পথে নিয়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ নিজের পছন্দের রাস্তা দিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ। এ খেদমতের মাল ও সরাঞ্জামাদী ও যুগিয়ে দেবেন এবং টুকটাক খেদমতের ও তাওফীক আল্লাহপাক দিয়ে দিবেন। আল্লাহর নিকট দোআ কর, আল্লাহ ইখলাস ও ইস্তেকামাত দিয়ে দেবেন, যেন কোন কিছু বিনষ্ট না হয়।

আমার ভাইয়েরা!

তোমরা দুনিয়ার অভাগা লোক নও বরং তোমরা দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল লোক। এই একদিন আমি একজন কে পরীক্ষা করেছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে, মেজায টা কি ইসলামী, না অনৈসলামী? আমি বল্লাম যে, তোমাদের ঘরে তো প্রতিদিন শুধু ডাল আর সবজীই পাকানো হয়। তার রাগ এসে গেল যে, আমাকে গরীব মনে করেছে।

বন্ধুগণ! বলতো-গরীব হওয়াটা দোষের বিষয় নাকি গর্বের বিষয়? যদি গরীব হওয়া দোষের বিষয় হত, তবে কি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেটে পাথর বাঁধতেন? দুনিয়াতো জেনে-শোনে আমাদেরকে দুনিয়াদারীর দিকে এভাবে আহ্বান করে যেমন কুকুরের লেজের ওপর পা রাখা যায়। আমরা বলি যে, আমরা কিছু অর্জন করে থাকবো। যে ব্যক্তি তোমাদের কে বলবে, তোমরা তো অনাহারে মরো। তোমরা উত্তর দিও

আলহামদুলিল্লাহ। এখনো তো আমরা ততটুকু অনাহার দেখিনি যতটুকু ইশকে রাসূলের দাবী। কেউ যদি তোমাদের বলে যে, তোমার পোশাক তো পুরানো এবং ছেড়া। তোমরা উত্তরে বল যে, এখনো এতটুকু ছিড়েনি যতটুকু আমাদের ঈমানের দাবী ছিল। সাহাবায়ে কিরামের কাফনেওতো মাত্র একখানা চাদরই জুটতো। আমাদের নিকট তো দুই জোড়া কাপড় মজুদ রয়েছে। গর্ব তো এর ভেতরেই। এর ভেতরে গর্ব নেই যে, গাড়ী আছে। কাপড়-চোপড় আছে। বহু খাবারের ব্যবস্থা আছে। গর্ব তো এর ভেতরে যে, কে কতটুকু ক্ষুধার যন্ত্রনা আল্লাহর রাহে সহ্য করেছে। কে আল্লাহর রাহে কতটুকু সম্পদ বিলীন করেছে। কে কতটুকু বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছে। আমার বন্ধুগণ! নেয়ার মধ্যে গর্ব নয়। দেয়াটা হল গর্বের বিষয়। নিজেদের মেজাযকে ইসলামী বানিয়ে নাও। হীনম্মন্যতার শিকার তো হবে সে, যার কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইট, গারা এবং পাথরের হিসাব দিতে হবে। হীনম্মন্যতার শিকার তো হবে সে, যে নিজের উপার্জিত হারাম মাল ও সোনা রূপার ভারে কিয়ামতের দিন ঝুলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার কীসের হীনম্মন্যতা? তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সেই ফকীরী দান করেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়ে থাকেন; কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। কেন তোমরা হীনম্মন্যতার শিকার? এটা হতে পারে না। আমরা ঈশার নামায যে কাপড় পরিধান করে পড়ি, আল্লাহর শপথ। দুনিয়ার কোন রাজপুত্রের অলীমায় যেতে হলে আমাদের সে কাপড় কেউ পরিবর্তন করাতে পারে না। যে কাপড়গুলো পরিধান করে প্রভুর সামনে হাজিরী দিয়েছি, দুনিয়ার মাঝে আর কোন উচ্চ পর্যায়ের লোক এসে গেছে, যার জন্য আমরা কাপড় পরিবর্তন করব? যেই রূপ ও অবস্থা নিয়ে আমরা প্রভুর সামনে যাই, সেটাই হওয়া চাই সবচেয়ে উত্তম রূপ। দুনিয়ায় এমন কেউ এসে যায়নি, যে প্রভু থেকে বড়। এক প্রভুর আযমতের নাম পাঠকারী কখনো নিচু নয়। কখনো নিচু হতে পারে না।

আমরা নিজেরাই নিজেদের অপদস্ত করি। ঈশার নামায যেমন তেমন ভাবে পড়ে নেই। এখন নির্দেশ এল যে, অমুক বড় লোকের অলীমায় যেতে হবে। এখন অবস্থা হল এই যে, চেহারায় সাবান মাখতে আরম্ভ করি। ঘষতে ঘষতে সাবানকেও কালো করে দেই। আবার দাঁত মাজতে শুরু করি। আল্লার সামনে দাঁত সাফ করার কথা স্মরণ ছিল না। অতঃপর

আয়নার সামনে গিয়ে চুল শিথিঁ করি। এরপর নিজের পোশাক দেখি। মনে হয় যেন পোশাকের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে যাবে। অথচ এ পর্যন্ত কাপড়ের মাধ্যমে না কেউ পরিবর্তন হয়েছে, না পরিবর্তন হবে। গাধাকে স্যুট পরিয়ে দাও গাধাই থাকবে। আল্লাহওয়ালাকে কোন পুরানো চাদর পরিয়ে দাও, এর দ্বারা তারা সম্মান কমবে না। এ কাপড়গুলো বিগত দিনে কাকে কি দিয়েছিল, যা আজ কাউকে কিছু দিবে? আমরা নিজের চোখে প্রভুর আযমতকে হেয় করে ইয়াহুদীবাদের ওপর কদম রাখি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের ওপর লাঞ্চনা গঞ্চনা চাপিয়ে দেয়া হয়।

তালেবে ইলমরা! এ ধরনের কাজ করবে না। আল্লাহর আযমত ব্যতীত অন্য কারো আযমত যেন অন্তরে না আসে। মানবে তো কথা। ঈশার নামায পড়ার পর পোশাক পরিবর্তন করবেনা তো? কারো জন্য পরিবর্তন করবে না। কেউ আসমান হতে অবতরণ করেনি যে আমাদের প্রভুর চেয়ে বড়। আমাদের সাজ-গোছের নির্দেশ নামাযের বেলায় দেয়া হয়েছে, না কি অলীমার বেলায় দেয়া হয়েছে?

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করি। আমরা নিজেরাই হীনম্মন্যতার শিকার। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সম্পদশালী বলানোর চিন্তায় থাকি। অতঃপর লুট-তরাজের শিকার হই।

আমাদের পাকিস্তানে একটি এলাকা রয়েছে। সেখানে লোকরা নিজেরা নিজেদের কে বড়লোক বলানোর খুব সখ। আর বড়লোক হওয়াও একটা গুণের বিষয়। বাস্তবিক এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক পরীক্ষা। যে স্বীয় মাল সঠিক পথে ব্যয় করেছে, সে সত্যিই সম্মানের অধিকারী হয়েছে। জান্নাতে প্রথমে গরীব যাবে, না কি ধনী যাবে? গরীবই যাবে। তাই তো ধনীরা ভয় পেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা ধনী ছিলেন, তারা ভয় পাচ্ছিলেন। পুরো ব্যবসায়ী কাফেলার ছাউনি মদীনার বাহিরে হত। সবাই সব কিছু মদীনার ভেতরে প্রবেশের পূর্বেই সদকা করে দিতেন। আমাদের ভাওয়ালপুরের অধিবাসীদের অবস্থাতো জানি না। তবে করাচীর শেঠদের ব্যাপারে জানি যে, দুই রুম বিশিষ্ট ফ্লাটে থাকে, নিজের বাচ্চাদের সাধারণ পর্যায়ের খাবার খাওয়ায়। কয়েক শত ফ্যাক্টরী চালু করে মাদ্রাসার নামে ওয়াক্ফ করে রেখেছে। সেখানে টাকা-পয়সা সরাসরী তালেবে ইলমদের

জন্য আসে। এ ধরনের ধনীরা বাস্তবেই সৌভাগ্যের অধিকারী। কিন্তু নিছক ধনী হওয়া কি কোন গর্বের বিষয়? তবে কিছু এলাকায় এর দিকে মানুষ খুব ঝুঁকে পড়েছে। একব্যক্তি ট্যাক্সী চালাচ্ছিলো। তার সাথে বসা এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাস করল, তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়, তুমি ট্যাক্সী কেন চালাচ্ছো? তখন তার মাথায় নেশা চড়ে বসল। বলতে লাগল যে, এটা তো সখ করে চালাই। বাড়ীতে তো এত এত মহিষ রয়েছে। এত এত পরিমাণ জায়গা-জমি রয়েছে। এটা রয়েছে, সেটা রয়েছে। খুব বাড়িয়ে বলল। যেমন আজ-কাল কিছু লোকের সখ হয়ে থাকে বড় লোক হওয়ার। তখন পাশে বসা সে ব্যক্তি বলল, এত বড় লোক-তুমি? এই বলে সে তাকে অপহরণ করে ফেলল? এবং পরিবারকে জানিয়ে দিল যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলে তোমাদের বাবুকে ছেড়ে দেব। কারণ, তার এত এত পরিমাণ জমি রয়েছে। তখন তার স্ত্রী এক একজনের নিকট কেঁদে কেঁদে ফিরছে যে, আমার বেচারা স্বামীকে ছাড়িয়ে দাও। ঘরে খাওয়ার মত রুটিও নেই। যখন সে অপহরণকারীরা এ ব্যাপারে জানতে পারল, তখন নিজেরাও লজ্জিত হল যে, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

আজ মালদারীকে গর্বের বস্তু মনে করা হচ্ছে। আমার কাছে এটা রয়েছে। আমার কাছে সেটা রয়েছে। আর একজন বলে, আমার কাছে কিছুই নেই। আমার কাছে শুধু প্রভুর নাম রয়েছে। বস্তুতঃ এ সম্পদ দ্বারাই সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। দু'টি কথা স্মরণ রাখবে। একটি হল, উচ্চ সংকল্প রাখবে। আর দ্বিতীয়টি হল-হীনম্মন্যতার শিকার হবে না। সর্বশেষ কথা হল ঃ একে অপরের প্রতি হিংসা করবে না। উলামাদের যদি কোন বস্তু ধ্বংস করে থাকে, তবে হিংসা-ই ধ্বংস করেছে। আমাদের উস্তাদ মুফতী আহমাদুর রহমান (রহঃ) বলতেন যে, বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের মধ্যে যদি হিংসা না থাকে, তবে আকাশ থেকে ফেরেস্তা যমীনে নেমে এসে তাদের সাথে মুসাফাহা করবে। তিনি বলেছেন, কেউ শয়তানকে দেখতে পেল যে, দু'টি বস্তা কোমরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, যার দরুণ কোমর বাঁকা হয়ে পড়েছে। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, শয়তান জী! কি নিয়ে যাচ্ছেন? বলল-হিংসা নিয়ে যাচ্ছি। তখন সে বলল এ তো পরিমাণ? তখন শয়তান বলল, এ তো দু'জন তালেবে ইলমের জন্যই যথেষ্ট। এ গুলো দু'জন তালেবে ইলমকে দিতে যাচ্ছি। তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আমাদের আকাবিরগণ

আলহাম্‌দুলিল্লাহ হিংসায় লিপ্ত হতেন না। আমাদের ছোটদের মধ্যে এ রোগের বিস্তার লাভ করে। একে অপর কে খাট করার পেছনে লেগে থাকে। শয়তান আমাদের কে এর ভেতরে লিপ্ত করে রেখেছে। আফগানীরা একে পরিহার করেছে। আজ তাদের মধ্য হতে একে অপরকে ইকরাম করে। প্রত্যেকেই অন্যকে আশ্রয় দেয়। আজ তাদের মান-মর্যাদা কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে। আজ আমাদের ভেতর এগুণ গুলো সৃষ্টি করতে হবে। দেখ! যদি আমাদের মধ্য হতে কারো পিতার জানাযা নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা তাকে উঠিয়ে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাই, এমতাবস্থায় যদি চারজন লোক এসে আমাদের সাথে জানাযার খাটে নিজের কাঁধ মিলায়, তবে কি আমাদের নিকট ভাল লাগবে, না খারাপ লাগবে? জী হ্যাঁ! ভালই লাগবে। অসন্তুষ্টি আসবেনা তো? তাদের ওপর রাগ আসবেনা তো? বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? তাহলে কি আল্লাহর দ্বীন নিজের পিতার জানাযা থেকেও নিম্ন পর্যায়ের হয়ে পড়েছে? আমরা দ্বীনের খেদমত করছি। যদি অপর দু'ব্যক্তি এসে খেদমত করতে শুরু করে, তবে আমাদের মধ্যে জ্বালা-পোড়া ও হিংসা কেন শুরু হয়? তাহলে আমরা কি আল্লাহর দ্বীনকে নিজের পিতার জানাযার চেয়েও নিচু পর্যায়ের মনে করি? এ দ্বীনের কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা এক জন নয় কোটি কোটি লোক দাঁড় করিয়ে দিন। একজন নয় বরং আল্লাহ তাআলা লাখো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দিন। যারাই আসতে থাকবে, সবাইকে আমরা মারহাবা বলব। তাদেরকে আমরা খোশ আমদেদ জানাবো। যে সামনে অগ্রসর হতে চায়, আমরা তার সহযোগিতা করব। আমাদের মধ্য হতে কেউ জ্বলে-পুড়ে মরবে না। কেউ কারো ওপর আঙ্গুল উঠাবে না। কেউ কারো উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। তখনি ইসলাম উন্নতি করতে সক্ষম হবে। তখন এই দ্বীন সফলকাম হবে। বুঝে এসেছে তো আমার কথা? তৃতীয় কথাটি কী বলেছি আমি? পরস্পরে কি এমনটি নেই? বস! হিংসা করবে না। একদম করবে না। এ তিন টি কথা খুব ভাল করে স্মরণ রাখবে। অতঃপর দেখবে আল্লাহ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কুরআন মাজীদের প্রতিটি পারা উলামায়ে কিরামকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের জিহাদ করতে হবে, নতুবা তোমাদের ইলম তোমাদের জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কুরআনের প্রতিটি পারা মুজাহিদদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ইলম অর্জন করতে হবে, উলামায়ে কিরামের অনুগত হতে হবে, নতুবা তোমাদের জিহাদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে এবং তোমাদের জন্য ফাসাদ হয়ে দাঁড়াবে.......................

আমার তালেবে ইলম ভাইয়েরা!
ইলমের আঁচল ছেড়ো না। জিহাদের আঁচলও ছেড়ো না। তোমাদের ইলম জিহাদের মাধ্যমে পরিপক্ব হবে। আর তোমাদের জিহাদ ইলমের মাধ্যমে মজবুত হবে। যদি ইলমের সাথে জিহাদ না থাকে, তবে সে ইলম সন্নাসীত্বে পরিণত হয়ে যায়। আর যদি জিহাদের সাথে ইলম না থাকে, তবে সে জিহাদ ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আলেমের হাতে কলমও থাকতে হবে, তরবারীও থাকতে হবে। তবেই কলম ও তরবারী উভয়ের মান অক্ষুণ্ন থাকবে................

মাকতাবাতুল কুরআন